NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ নবারুণ ভট্টাচার্যের কাছে কবিতা

গৌতম গম্ভীরই কেকেআর-এর সব ৮

কলকাতা ২৮ মে ২০২৪ ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৪৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.5.2024, Vol.17, Issue No. 345, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

মুখ্যসচিবের মেয়াদ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার মেয়াদ তিন মাস বাড়ছে। এব্যাপারে রাজ্যের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়। নবান্নের কাছে সেই মর্মে ৩১ মে ভগবতী প্রসাদের কর্মজীবনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। তা ৩১ অগস্ট পর্যন্ত বাড়ানোর অনুমোদন মিলেছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন রাজ্যের শীর্ষ আমলে পদে রদবদল করা রীতি নয়। তাই মুখ্যসচিবের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্য সরকার একরকম নিশ্চিতই ছিল। এর আগে মুখ্যসচিব পদে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর মেয়াদ ৬ মাস বাড়ানো হয়েছিল। তাঁর মেয়াদ যাতে বাড়ানো না হয় সে জন্য প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কাছে সুপারিশ পাঠিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপির নেতারা। তাঁরা আশা করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁদের কথা শুনবেন। কারণ, আইএএস অফিসারদের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি কর্মিবর্গ মন্ত্রকের আওতায় পড়ে। তার প্রধানমন্ত্রীর অধীনে রয়েছে। সেবারও রাজ্যের অনুরোধ শেষ মুহূর্তে মেনে নেয় কেন্দ্র। এবারও প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। তবে গোপালিকার পর কে মুখ্যসচিব হবেন তা নিয়ে অবশ্য জল্পনা চলছে। অন্য কয়েকটি নাম উঠলেও এব্যাপারে অর্থ সচিব মনোজ পন্থই সব দিক থেকে এগিয়ে রয়েছেন বলে প্রশাসনিক মহলের ধারণা।

বাড়ল ছুটির মেয়াদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়ানো হল গরমের ছুটির মেয়াদ। নতুন জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে স্কুল শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, ৩ জুন নয়, আগামী ১০ জুন থেকে স্কুল খুলবে। বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য জানানো হয়েছে, ৩ জুন থেকে স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা আসবেন। কিন্তু পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে হবে ১০ তারিখ থেকে। সেদিন থেকেই শুরু হবে পঠন-পাঠন।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

হুঙ্কার শাহের

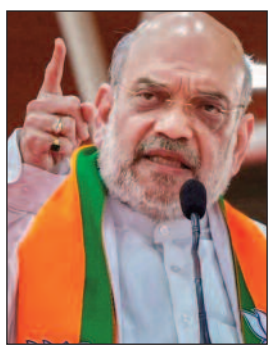

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসে লাগাম টানতে এবার কড়া নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের। এবার থেকে জঙ্গি পরিবারের কোনও সদস্য পাবে না সরকারি চাকরি। একই নিয়ম লাগু হবে কেউ যদি পাথর ছোড়ার ঘটনায় যুক্ত থাকে, তার উপরও। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনই বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর দাবি, উপত্যকায় শুধুমাত্র জঙ্গিদের শেষ করাই নয়, মোদি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেখানকার সন্ত্রাসের পরিবেশ বদলে ফেলারও।

শক্তি হারিয়ে ধীর গতিতে রেমাল এগোচ্ছে উত্তর-পূর্বে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার বিকেলের পর থেকে ক্রমশ শক্তি হারাতে শুরু করে রেমাল বলে জানানো হয় আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে। সোমবার সকালেই শক্তি হারিয়ে সাধারণ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে রেমাল। বাংলাদেশের উপরে তা অবস্থান করছে। ক্রমে আরও উত্তর-পূর্বে সরে যাচ্ছে এই ঘূর্ণিঝড়। তবে রেমালের দাপটে এদিন দক্ষিণবঙ্গের উপকূল অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়া বয়। সঙ্গে হয় বৃষ্টিপাতও। সোমবার সকালে এর গতিবেগ ছিল প্রতি ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সকাল সাড়ে ১১টার মধ্যে এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। সোমবার বিকেলের মধ্যেই এটি সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার কথা থাকলেও অত্যন্ত ধীর গতিতে এগোতে থাকে রেমাল। পাশাপাশি আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়, সোমবার রাতেই আরও শক্তি হারিয়ে ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার গতিবেগ হয় রেমালের। সঙ্গে এটি ক্রমশ উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে এগোতে থাকবে। এরপর বাংলাদেশের ময়মনসিংহের কাছাকাছি দিয়ে এটি পৌঁছে যাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে।

রেমালের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে সোমবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয় কলকাতা-সহ উপকণ্ঠে। এদিন সকালের দিকে কলকাতায় কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বওয়ার পর বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার গতিবেগ কমে। তবে সোমবার রাত থেকে কলকাতার আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনার কথাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার তিলোত্তমায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষীণ। তবে মঙ্গলবার থেকে হালকা বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই, এমনটাও জানিয়েছে আলিপুর। আর এমনই আবহাওয়া থাকবে গোটা সপ্তাহ জুড়েই। উল্লেখ্য, এই সপ্তাহেই রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি আসনে ভোট। ভোটের দিনেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে খবর। এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে যে সতর্কতা দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, উত্তরবঙ্গে মঙ্গলবার থেকে ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড় রেমালের দাপটে সেখানে বৃষ্টি হবে। সঙ্গে থাকতে পারে হাওয়ার দাপটও।

রেমালের তাণ্ডবে অবরুদ্ধ শহরের জনজীবন, ফিরল জল যন্ত্রণার চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটানা ভারী বৃষ্টি, সঙ্গে তীব্র বেগে ঝড়। ঘূর্ণিঝড় রেমালের জেরে লন্ডভন্ড কলকাতাও। এককথায় বিপর্যস্ত কলকাতার জনজীবন। রেমালের তাণ্ডবে নানা জায়গায় ছিঁড়েছে বিদ্যুতের তার, উপড়ে পড়ে বিদ্যুতের খুঁটিও। অনেক জায়গায় গাছ পড়ে বন্ধ রাস্তা। আবার টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে উত্তর এবং দক্ষিণ কলকাতার একাধিক রাস্তাও। গাছ ভেঙে পড়ে বিপত্তি বরানগর জুড়ে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যায় বরানগর পুরসভার বিশেষ উদ্ধারকারী দল। বরানগর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকাতে গাছ ভেঙে রাস্তায় পড়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে পড়ে। এর জেরে ব্যাপক সমস্যায় পড়েন এলাকাবাসী।

কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, রবিবার রাতের দুর্যোগে সবমিলিয়ে কলকাতায় পঞ্চাশটিরও বেশি জায়গায় গাছ পড়ে। গাছ ভেঙে পড়ে গড়িয়াহাট, পার্ক সার্কাস, ঢাকুরিয়ার মতো বিভিন্ন এলাকায়। সোমবারেও জল জমে থাকতে দেখা যায় পার্ক সার্কাস, ক্যামাক স্ট্রিট, বর্ধমান রোড, এস পি মুখার্জি রোড, কলেজ স্ট্রিট এলাকায়। ক্যামাক স্ট্রিটে একটি পাঁচিলও ভেঙে পড়ে। লেক মার্কেট এলাকায় বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়ে একটি গাছ। কলেজ স্ট্রিটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেও জল জমে যাওয়ায় যান চলাচল করে ধীর গতিতে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, মহাত্মা গান্ধি রোডেও হাঁটু জল জমে যান চলাচল ব্যাহত হয়। সমস্যায় পড়েন পথচারীরা। সল্টলেকের এএ, এসি ব্লকের মতো বিভিন্ন রাস্তাতেও গাছ ভেঙে পড়ে। তবে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে জানানো হয়, সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম রাতেই আশ্বস্ত করে বলেছেন, আপাতত কোনও ক্রাইসিস নেই। বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, কিছু কিছু জায়গায় ট্রান্সফর্মার উড়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার চেষ্টাও চলে বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফ থেকে।

রেমালের প্রভাব পড়ে মেট্রো পরিষেবাতেও। পার্ক স্ট্রিট এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনের মাঝে মেট্রো ট্র্যাকে জল জমে যাওয়ায় সোমবার সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে সকাল থেকে প্রায় কয়েক ঘণ্টা কার্যত থমকে থাকে মেট্রো পরিষেবা। তবে মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে কবি সুভাষ এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করে। মেট্রো বন্ধ ছিল মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। আর স্টেশনগুলিতে দম বন্ধ করা ভিড়। মেট্রো দাবি করেছে, দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

অন্যদিকে, জল জমে থাকার কারণে সোমবার সকালে মুখ থুবড়ে পড়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে পরিষেবা। দক্ষিণ -পূর্ব রেল সূত্রে খবর, টিকিয়াপাড়া রেল ইয়ার্ডের লাইনে জল জমে যাওয়ার কারণেই এই বিপত্তি। এদিকে রেমালের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার রেল পরিষেবাও। ঘূর্ণিঝড় রেমালের দাপটে রাতভর ঝড়-বৃষ্টির জেরে রবিবার রাতে বিপর্যস্ত হয় রেল পরিষেবা। সোমবার সকালেও তার প্রভাব থাকে। শিয়ালদহ শাখায় আগেই ৪৬টি ট্রেন বাতিল হয়েছিল। এরপর সোমবারও ট্রেন বাতিল। এর উপরে সকাল ৯টা পর্যন্ত দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা।

আজ শহরে রোড-শো প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেই সপ্তম তথা শেষ দফার নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার রাজ্যে আসছেন। দু-দিনে রাজ্যে তাঁর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে রাজ্যে এসে পৌঁনে তিনটে নাগাদ বারাসাতে একটি জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর বিকেল ৪টে নাগাদ যাদবপুরের প্রার্থী ডক্টর অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে যাদবপুরে জনসভা করার কথা রয়েছে মোদির। এই সভা শেষ করে বিকেল ৫.৪৫ মিনিটে কলকাতা উত্তরে রোড শো করবেন তিনি। জানা গিয়েছে, শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে স্বামী বিবেকান্দের জন্মভিটে পর্যন্ত এই রোড শো হবে। পরদিন বুধবার আরও বেশ কয়েকটি কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। কলকাতা রাজভবনে রাত্রিবাসের পর প্রথমে সকাল এগারোটা তিনি মথুরাপুর একটি

জনসভা করবেন। সেখান থেকে তিনি জয়নগরে আরও একটি সভা করবেন। শেষে অভিজিৎ দাসের সমর্থনের ডায়মন্ড হারবারে শেষ জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি নিয়ে ইতিমধ্যেই কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। সোমবার সন্ধ্যায় শহিদ মিনার গ্রাউন্ডে মঙ্গলবারের রোড শো নিয়ে একটি ড্রোন শো আয়োজন করেছে বিজেপি। হাজার হাজার ড্রোনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে বিকশিত ভারত এবং প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্পের ছবি। শেষ দফার নির্বাচন শনিবার। দমদম, বারাসাত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার, যাদবপুর, কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণ-সহ মোট ৯টি লোকসভা কেন্দ্রে হবে ভোট। ইতিমধ্যে একাধিকবার রাজ্যে এসে নির্বাচনী প্রচার করেছেন মোদি। শেষ দফাতেও কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না তিনি।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আদকের রোড শো-র জন্য দিল্লি থেকে এসেছে বিশেষ বুলেটপ্রুফ গাড়ি। গাড়িটি সল্টলেকের বিজেপির কার্যালয়ে রাখা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচির জন্য দিল্লি থেকে মোট পাঁচটি বিশেষ টিম এসেছে কলকাতায়।

১ জুন 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে নিজে যাচ্ছেন না মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১ জুন সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট। ওই দিনই দিল্লিতে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক আহ্বান করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু সেই বৈঠকে যেতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিলেন তৃণমূলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কলকাতা উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে বড়বাজারে সভা ছিল মমতার। সেই সভা থেকেই মমতা বলেন, 'বিজেপি এ বার হারবে। ওরা সরকারে আসতে পারবে না। ১ তারিখ তো 'ইন্ডিয়া' টিম মিটিং ডেকে দিয়েছে।' তার পরেই মমতা বলেন, 'কিন্তু আমি বলেছি, আমি ওই বৈঠকে যেতে পারব না। ওই দিন বাংলায় ন'টি আসনে ভোট রয়েছে। বাংলায় ছাড়াও বিহারে ভোট রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ভোট রয়েছে। অখিলেশ কী ভাবে যাবে?' তা ছাড়াও মমতা বলেন, 'এক দিকে ভোট, অন্য দিকে দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণকার্য আমাকে তত্ত্বাবধান করতে হবে। ওটা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' তবে বিরোধী

জোটের বৈঠকে তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি যাবেন কি না, সে ব্যাপারে মমতা অবশ্য কিছু স্পষ্ট করেননি। ওই দিন মমতারও ভোট রয়েছে। তিনি দক্ষিণ কলকাতার ভোটার। এদিন বড়বাজারে প্রচারে গিয়ে মঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ওরা সুদীপের ফেক ভিডিও বানাচ্ছে। ফেক ছবি ছড়াচ্ছে। তবে কোনও ছবি বা ভিডিয়োর কথা বলছেন, তা উল্লেখ করেননি মমতা। সেই সঙ্গে মমতা আরও বলেন, 'মাড়োয়ারিদের ভালোবাসি। ওঁরা আমাকে খুব সম্মান করেছেন। ওঁদের সঙ্গে মিটিং করেছি সল্টলেকে।' একই সঙ্গে মমতা বলেন, 'বিহারীদেরও ভালবাসি। আমিও লিট্টি খাই। মা গঙ্গার পুজো করি। আপনারা (বিহারি, রাজস্থানি) এখানে সারাবছর কাজ করবেন আর আমাদের ভোট দেবেন না তা কি হয়?' তিনি আরও বলেন, 'দুঃখ থাকলে থাপ্পড় মারুন। কিন্তু ভোট কংগ্রেসকে দিলে বিজেপির সুবিধা হবে।' এদিন বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় সম্পর্কে মমতা বলেন, 'ইডি-সিবিআই তল্লাশি চালাতে, ভয় পেয়ে বিজেপিতে গিয়েছে।' তাঁর দাবি, 'বিজেপির প্রার্থী সুদীপদার অনিষ্ট চায়। সুদীপ দাকে জেলে পাঠায়।'

ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনার পর ক্ষতিপূরণ রাজ্যের: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় রিমেলের ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা শুরু করেছে। দুর্যোগে এ পর্যন্ত সরকারিভাবে চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে বাড়ি ধ্বসে কলকাতায় একজনের এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গাছ চাপা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পূর্ব বর্ধমানের দু-জনের মৃত্যু হয়েছে। ক্যানিংয়ের গাছ পড়ে গুরুতর আহত একজন ব্যক্তিকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঝড় বৃষ্টির ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে জেলাগুলির কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এদিন মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার কাছ থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। পরে নিজের এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঝড় বৃষ্টিতে ফসল বাড়ি ঘরের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্য সরকার আইন মোতাবেক ক্ষতিপূরণ দেবে। যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে যাবে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় যা যা করার দরকার, তা করা হবে।

রাজ্যে মৃত ৬

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে রাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে রাজ্য প্রশাসনের তৎপরতায় প্রাণহানি কিছুটা কম হয়েছে বলেও এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে উল্লেখ করেন মমতা। বলে রাখা ভালো, এখনও পর্যন্ত রেমালের তাণ্ডবে রাজ্যে মোট ৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ফসলেরও। স্বজনহারা এবং কৃষকদের কাছে ভোট মিটলে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে যাবে বলেও জানান মমতা। দুর্যোগে ঠিক কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, মুখ্যসচিবের কাছ থেকে এদিন সকালে সে সংক্রান্ত রিপোর্ট নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাংলায় মোট ১৪০০ শিবির তৈরি করা হয়েছে। সেখানে মোট ২ লক্ষ বাসিন্দাকে নিরাপদে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের ২৪ টি ব্লক ও শহরাঞ্চলে ৭৯ টি ওয়ার্ড সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ বলে প্রাথমিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে। ৩০ হাজারের বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । যার মধ্যে ২৫০০ টি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলোর জন্য যথাযথ সমীক্ষার পর এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হবে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। ২৭ হাজার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এছাড়াও জানা গিয়েছে, ঝড়ের তাণ্ডবে রাজ্যে গাছ পড়েছে ২১৪০ টি। বিদ্যুতের খুঁটি পড়েছে ১৭০০ টি । ৩০০-এর বেশি ইলেকট্রিক পোল পড়েছে শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। খুঁটি উল্টে এবং তারের উপর গাছ পড়ে বহু জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে। তবে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা রাতদিন কাজ করে প্রায় সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ যোগাযোগ ফিরিয়ে এনেছেন বলে জানানো হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপ থেকে বাঁচতে ১৪৩৮ টি ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ২০৭০৬০ জনকে। যার মধ্যে বর্তমানে ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন ৭৭২৮৮ জন। কমিউনিটি কিচেন চলছে ৩৪১ টি। এখনও পর্যন্ত মোট ১৭৭৩৯টি ত্রিপল বিলি হয়েছে।

রাজ্যে ক্ষয়ক্ষতি সব থেকে বেশি সুন্দরবন ব্লকে। সেখানে ৩০০-রও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুন্দরবনে একাধিক জায়গায় হাওয়ার গতিবেগ বেশি থাকায় উদ্ধারকার্য করতে সমস্যা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১০০০ আশ্রয় শিবির চলছে। ঝড়ের জেরে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় লট ৮-এর জেটি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তার জেরে দ্রুত মেরামতি করতে বলা হয়েছে পূর্ত দপ্তরকে।

দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূলের জয়ের কাঁটা তরুণ প্রজন্ম আর অবাঙালি ভোটার

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা দক্ষিণ সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তৃণমূলের কাছে প্রেস্টিজ ইস্যুও বটে। কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের বিস্তৃতি অনেকটাই। যার মধ্যে পড়ে কসবা, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী ও বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র। আর এই লোকসভা কেন্দ্রে রয়েছে নানা জাতির মানুষের বসবাসও। আর এই আসন থেকে জিতে দিল্লি গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ও বর্তমানে সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে একাধিক মন্ত্রীর বসবাসও এই কেন্দ্রেই। যেমন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, দেবাশিস কুমার, বাবুল সুপ্রিয়, রত্না চট্টোপাধ্যায়, জাভেদ খানের মতো তৃণমূল নেতারা এই কেন্দ্রের বিধায়ক। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র বেহালা পশ্চিমও। আর এমন এক লোকসভায় দেখা দিয়েছে পদ্মের রমরমা, যা তৃণমূলের কাছে চরম অস্বস্তির। তবে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক ইতিহাস বলে সেই ১৯৫২ সাল থেকেই কোনও একটি নির্দিষ্ট দল এই আসনটিতে নিজেদের মৌরুসি পাট্টা কায়েম করতে পারেননি। এই আসন থেকেই যেমন সিপিআই প্রার্থী সাংসদ হয়েছেন, ঠিক তেমনি জিততে দেখা গিয়েছে সিপিএম প্রার্থীকেও। এছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন প্রয়াত কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি কিংবা ভোলানাথ সেনের নামও। এমনকি ভারতীয় লোক দলের তরফ থেকে নির্দল প্রার্থীও এই আসনে জয়লাভ করেছিলেন। এদিকে ১৯৯১ সালের লোকসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত করেন সিপিএমের বিপ্লব দাশগুপ্তকে। তবে মমতা তখন কংগ্রেসে। সেবার মমতার প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৫২.৪৬ শতাংশ। ১৯৯৬ সালের সিপিএম প্রার্থীকে হারিয়ে মমতা জেতেন। সেবারও তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী। এরপর ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে আবারও জয়ী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে সমার্থক হয়ে ওঠে। পরিসংখ্যান বলছে মোট পাঁচবার ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪ ও ২০০৯ - এই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হন মমতা। পাঁচবারই জিতেছেন আর প্রতিবারই বাড়িয়েছেন নিজের জয়ের ব্যবধান। এরপর ২০১১ সালে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের রাজত্ব শেষ করে বাংলার মসনদ দখল করেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর উপনির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে তৃণমূল প্রার্থী হন সুব্রত বক্সি। এরপর ২০১৪ লোকসভাতেও সুব্রত বক্সিকেই প্রার্থী করে তৃণমূল। এরপর ২০১৯-এ প্রার্থী করা হয় মালা রায়কে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে মূল তিন প্রার্থী তৃণমূলের মালা রায়, সিপিএমের সায়েরা শাহ হালিম এবং বিজেপির প্রাক্তন রায়গঞ্জের সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী। দেবশ্রী কলকাতার কাছেই থাকেন। আরএসএসের ঘনিষ্ঠ এবং বিজেপির দীর্ঘদিনের প্রচারক। মোদি সরকারের মন্ত্রি থাকলেও একসময় তাঁর মন্ত্রিত্ব চলে যায়। তিনি রায়গঞ্জেও নিয়মিত না থাকায় রায়গঞ্জ থেকে এবার তাঁর টিকিট পাওয়া একরকম অসম্ভবই ছিল। এদিকে বিজেপির অন্দরের খবর, সংঘ পরিবারের চাপেই নাকি দক্ষিণ কলকাতার টিকিট পান তিনি। কিন্তু বড্ড কঠিন জমিতে লড়াই তাঁর। অন্যদিকে, সায়েরা কিন্তু প্রাক্তন বাম স্পিকার আব্দুল হালিমের পুত্রবধূ এবং অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহের ভাইঝি। বালিগঞ্জ কেন্দ্রে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে উপনির্বাচনে বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বেশ ভালো লড়াই দিয়েছিলেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

সপ্তম দফার ভোটের প্রস্তুতিতে প্রভাব পড়েছে রেমালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন সপ্তম দফার নির্বাচনের প্রস্তুতিতেও ঘূর্ণিঝড় রেমালের বিরূপ প্রভাব পড়েছে। ওই দফায় মোট ৪৮টা ভোটকেন্দ্র দুর্যোগের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক সমীক্ষার পর উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা দুই জেলা মিলিয়ে এই পরিসংখ্যান সামনে এসেছে। বেশিরভাগ বুথেই বুথে জল ঢুকে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব দুই জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে এদিন ভোট প্রস্তুতি নিয়ে ফোনে কথা বলেন। ওই দুই জেলার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন। ক্ষতিগ্রস্থ ভোটকেন্দ্র গুলি থেকে দ্রুত জল নামিয়ে সেগুলির মেরামতি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শেষ করতেও মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিক নির্দেশ দিয়েছেন বলে তাঁর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। একই সঙ্গে দুর্যোগের পর সব জেলার স্ট্রং-রুম গুলির অবস্থা খতিয়ে দেখতেও নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে। জেলার নির্বাচনী কর্তাদের সরেজমিনে স্ট্রংরুম গুলির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী শনিবার সপ্তম তথা শেষ দফার ভোটে রাজ্যের তিন জেলার মোট ৯ টি লোক সভা আসনে ভোট নেওয়া হবে। এই পর্বে ১কোটি ৬৩ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি ভোটদাতা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন। শেষ দফায় মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ১৭ হাজার ৪৭০। আগেই জানানো হয়েছে যে এই পর্বের ভোটে বুথের নিরাপত্তায় থাকছে ৯৬৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর পাশাপাশি ৩৩ হাজারের সামান্য বেশি রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হবে।

রেমালে বন্ধ শেওড়াফুলি তারকেশ্বর ট্রেন চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রবিবার রাতভর দাপট চলেছে ঘূর্ণিঝড় রেমালের। রাত কাটলেও থামেনি বৃষ্টি। দক্ষিণ থেকে উত্তর, সর্বত্র রয়েছে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া এই সাইক্লোনের প্রভাব। একাধিক লাইনে লোকাল ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। রেলের তরফে আগেই বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল। পরে ঝড়ের প্রভাবে আরও বেশি কিছু লাইনে পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, রীতিমতো সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা।

সোমবার দুপুরে বন্ধ হয়ে গেল শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লাইনের ট্রেন চলাচল। এই লাইনে ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে জিটি রোডও। জানা গিয়েছে, রেমালের জেরে ঝড় হওয়ায় নসিবপুর স্টেশনের কাছে একটি বাঁশগাছ হেলে পড়েছে। ট্রেনের ওভারহেড তারে ঠেকে রয়েছে সেটি। সেই কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিতে হয়েছে। দুপুরের পর থেকে আপ লাইনে কোনও ট্রেন এগোতে পারছে না। শেওড়াফুলি চার নম্বর রেল গেটে দাঁড়িয়ে আছে একটি আপ লাইনের ট্রেন। ফলে গেট খোলা যাচ্ছে না। গেট বন্ধ থাকায় শেওড়াফুলিতে জিটি রোড স্তব্ধ গিয়েছে। কতক্ষণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে, তা বুঝতে পারছেন না রেল যাত্রী থেকে পথচলতি মানুষ।

ডাউন লাইনে ট্রেন চলছে স্বাভাবিক গতিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ট্রেনের কর্মীরা ও পরে স্বাভাবিক হয় ট্রেন চলাচল। আগাম পূর্বাভাস পেয়েই একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল। পরে রেমালের ধাক্কা সামলে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল শুরু হয় সোমবার সকালে। শিয়ালদা ও হাওড়া থেকে একে একে সব লোকার ট্রেন এবার ছাড়তে শুরু করে। তবে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় বাতিল করা হল একাধিক ট্রেন। ডায়মন্ড হারবার, নামখানা, ক্যানিং, বজবজ, হাসনাবাদ, মাঝেরহাট- হাসনাবাদ, বনগাঁ সহ একাধিক লাইনে ৪৬টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

গোসাবায় গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় রক্ষা পেল দুর্বল মাটির বাঁধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোসাবা: ঘূর্ণিঝড় রেমালের দাপটে সুন্দরবনের বহু জায়গায় গাছ উপড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি ভেঙেছে প্রচুর বাড়ি। বাড়িঘরের উপর গাছপড়েই সব থেকে বেশি বাড়িঘর ভেঙেছে। এছাড়াও আনাজ খেত থেকে শুরু করে নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সবই। তবে সুন্দরবনের জঙ্গলে কোনও ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে বন দপ্তর। সুন্দরবনের কোথাও বাঁধ ভেঙে জল গ্রামে না ঢুকলেও গোসাবার কুমিরমারি, পেটুয়াখালী, বালি, পাখিরালয়, সোনাগাঁ, বিরাজনগর, কালিদাসপুর, কচিখালী, শম্ভুনগর এলাকায় নদী বাঁধে ধস নেমেছে। পাশাপাশি বাসন্তীর নফরগঞ্জ এলাকায় স্লুস গেট ভেঙে জল ঢুকেছে। যদিও সেই বাঁধ ও স্লুস গেট সেচ দপ্তরের কর্মীরা দ্রুততার সাথে মেরামতির কাজও শুরু করেন। কিন্তু সোমবার সকালেও ঝোড়ো হাওয়া ও প্রবল বৃষ্টির কারণে সুন্দরবনের নদীগুলিতে ব্যাপক জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। এরফলে রাঙাবেলিয়া, পাখিরালয়, কালিদাসপুর, কুমিরমারি সহ একাধিক এলাকায় ফের বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢোকার পরিস্থিতি তৈরি হয়। যদিও সেচ দপ্তরের কর্মী এবং গ্রামবাসীরা যৌথভাবে সেই বাঁধ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। বাঁধের উপর প্লাস্টিক দিয়ে বাঁধে মাটি দিয়ে বাঁধ রক্ষা করেছেন সকলে মিলে। নদীতে একবুক জলে নেমে প্লাস্টিক ধরে বাঁধের উপর শুয়ে পড়ে কার্যত বাঁধ রক্ষা করেছেন গ্রামবাসীরা। কুমিরমারির বাসিন্দা অঙ্কন মণ্ডল, সীতানাথ সর্দাররা বলেন, গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে না এগিয়ে এলে এই বাঁধ রক্ষা করা যেত না। সকলের প্রচেষ্টাতেই কার্যত এবারের মতো বিপদের হাত রক্ষা পাওয়া গেছে। পাখিরালয়ের বাসিন্দাদেরও একই দাবি। স্থানীয়রা বলেন, বারে বারে নদীর বাঁধ ভেঙে আমাদের সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে, আজ সেই কারণে সকলেই নিজেদের ভিটেমাটি রক্ষার জন্য নদীতে নেমে বাঁধে প্লাস্টিক দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ঝড়জলের মধ্যে লড়াই চালিয়ে বাঁধ রক্ষা করেছি।

স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে মেন্টর নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে মেডিক্যাল কলেজগুলির পরিচালনার ওপর নজরদারিতে স্বাস্থ্য দপ্তর একজন করে মেন্টর বা পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছে। রাজ্যের ২২টি মেডিক্যাল কলেজের নজরদারিতে বেশ কিছু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য আমলাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের কাজকর্মের দিকে এবার থেকে নজর রাখবেন খোদ রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ কৌস্তভ নায়েক। এনআরএস এবং মেডিক্যাল কলেজের কাজকর্মে নজরদারির ভার দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের বিশেষ সচিব ডাঃ অনিরুদ্ধ নিয়োগীকে। দৈনন্দিন পরিচালনার ওপর নজরদারির পাশাপাশি ওই আধিকারিকেরা মেডিক্যাল কলেজের মেন্টর বা পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করবেন। স্বাস্থ্যভবনের মার্ট বা স্বাস্থ্য শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ শাখার প্রায় সব আধিকারিক কোনও না কোনও মেডিক্যাল কলেজের কাজকর্মে নজর রাখবেন।

ক্যানিংয়ে রেমালের তাণ্ডবে ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ক্যানিং: রবিবার সকাল থেকেই ঘূর্ণিঝড় রেমালের দাপটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উপকূলবর্তী এলাকায় ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। রবিবার রাতে ল্যান্ডফলের সময় ঝড়ের দাপট অনেকাংশে বেড়ে যায়। এই ঝড়ের প্রভাবে জেলার উপকূলবর্তী ব্লকগুলিতে প্রচুর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কোথাও ঝড়ের দাপটে বাড়ি ভেঙেছে। কোথাও বা বাড়ির উপর গাছ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়ি।

গোসাবা ব্লকে পাঁচশোর বেশি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিন হাজারের বেশি বাড়ি। বাসন্তী ব্লকে প্রায় চারশো বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত, আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় চার হাজারের বেশি বাড়ি। এছাড়াও ক্যানিং ১ ব্লকে প্রায় সত্তরটি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত এবং তিনশোর বেশি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। গোটা জেলায় মোট কত বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই হিসেব অবশ্য জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও সম্পূর্ণ তৈরি করা সম্ভব হয়নি। জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, জেলার আটটি ব্লকে এই ঝড়ের দাপটে বাড়িঘরের ক্ষতি হয়েছে। সব ব্লক থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ রিপোর্ট হাতে এলে তবেই এ বিষয়ে বলা সম্ভব হবে।

অন্যদিকে বাড়িঘরের পাশাপাশি কয়েক হাজার গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বলে দাবি জেলা প্রশাসনের। উপকূলের প্রায় প্রতিটি ব্লকেই বড় বড় গাছ উপড়েছে। অন্যদিকে আনাজ চাষেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ধান মাঠে না থাকলেও গ্রীষ্মকালীন আনাজ যেমন বরবটি, পটল, ঢ্যাঁড়শ, বেগুন চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে ঠিক কত হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার তালিকা এখনও জেলা প্রশাসন তৈরি করে উঠতে পারেনি। এ বিষয়ে ব্লক কৃষি আধিকারিকদের দ্রুত তালিকা করে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮ শে মে। ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গল বার। পঞ্চমী তিথি, জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা। মৃতে ত্রীপাদ পাদ দোষ সকাল ৯ ৩৬ র পরে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

(আজ বিপ্লবী বীর সাভার কারের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

নাম-পদবী

আমি Bilkish Khatun, স্বামী Sk. Rahim, আমার পুত্র শেখ ফিরদৌসের জন্ম সার্টিফিকেট -এ (WB_BR_2012/20110/1/2342 dated-08/08/2012) আমার নাম Bilkish Bibi স্বামী Sk. Rahim রেকর্ড আছে, গত ২৬/৪/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সিউড়ি বীরভূম কোর্টের এফিডেভিট বলে বিলকিস বিবি ও বিলকিস খাতুন এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হয়েছি।

নাম-পদবী

আমি Bilkish Khatun, স্বামী Sk. Rahim, আমার পুত্র শেখ জিনাত এর জন্ম সার্টিফিকেট -এ (WB_BR_2012/20110/1/2342 dated-08/08/2012) আমার নাম Bilkish Bibi স্বামী Sk. Rahim রেকর্ড আছে, গত ২৬/৪/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সিউড়ি বীরভূম কোর্টের এফিডেভিট বলে বিলকিস বিবি ও বিলকিস খাতুন এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হয়েছি।

নাম পরিবর্তন

আমি সাকেত জালান আমার মেয়ে আন্যা জালানে পক্ষে যিনি 27, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, ফরচুন এস্টেট, কলকাতা-27,-এ থাকেন যিনি এখন থেকে অন্যা জালান (কন্যা-সাকেত জালান) নামে পরিচিত হবেন কলকাতায় নোটারি পাবলিকের সামনে হলফনামা নম্বর 87AB356730 তারিখ 26শে সেপ্টেম্বর 2023, আন্যা জালান এবং অন্য জালান উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

জমি বিক্রয়

এতদ্বারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে ব্যবত্তারহাট কোপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড এর রাউতৌড়ি মৌজার একটি জায়গা (J.L no.- ৪০, দাগ নং ২২১,২২২, জমির পরিমাণ ৩০ ডেসিমল) বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। উক্ত জমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ব্যবত্তারহাট কোপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে আগামী সাত দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

আমার পিতার নাম ভুলবশতঃ পাশপোর্টে Md. Mukhtar হইয়াছে। চন্দননগর 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা গত 22-05-2024 তারিখ Mokhtar Mia, S/o. Ltd. Sarfuddin, Sl. No- 2661, নামে সর্বত্র পরিচিত হইল। Md. Mukhtar ও Mokhtar Mia একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Suc. Case No. 26 of 2023

সোমা হাজরা ও অন্যান্য ....আবেদনকারিণী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **গোপী মোহন মিত্র** গত ইং ০৯.০৯.২০১৫ তারিখে হিজলী কো-অপারেটিভ সোসাইটি, প্রেমবাজারে পরলোক গমন করায় তাহার ত্যক্ত ২৫০/- টাকা পাইবার হকদার হিসাবে উক্ত দরখাস্তকারীগণ আদালতে আবেদন করিয়াছেন।

উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

Schedule

The Hijli Co-operative Development Society Ltd., P.O. Hijli Co-op. - 721306, P.S. Kharagpur (T), Dist. Paschim Medinipur. Regd. No. Mid. 62/1947.

Share Certificate: 10 (ten) Shares of Rs.25/- each, **Nos. 5011 to 5015** dt. 08.03.1988. **Nos. 8011 to 8015** dt. 22.05.2008. Number of Shares - 10 * Rs.25/- = Rs.250/-

Total = Rs.250/-

অনুমত্যানুসারে
মদন মিশ্র
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, 26/04/2024

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, মিঃ অনিল কুমার ঘোষ কলামুড়ি প্রঃ অনিল কুমার কলামুড়ি পিতা- গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ কলামুড়ি সাং-মানিকপুর, মেদিনীপুর, আমার মক্কেল মিঃ অশোক কুমার খাটুয়া পিতা- অনন্ত কুমার খাটুয়া সাং- নিরঞ্জনবাড়, থানা-খড়্গাপুর (লোকাল) জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর কে খড়্গাপুর টাউন থানার অন্তর্গত ৮৮নং জে.এল. ভুক্ত দেওয়ান মাড় মৌজায় আর.এস. ৪৫৪ এল.আর ৭৯১ নং দাগের জমি বিক্রয়ের জন্য গত ইং-১৮-০৩-২০২৪ তারিখে খড়্গাপুর রেজিষ্ট্রি অফিসের ১০১০০২৩৭২/২০২৪ নং দলিল দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে লিখিতভাবে জানাই তে অনুরোধ করা হইতেছে। নতুবা পশ্চাৎ কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

শশাঙ্ক শেখর বিশাল
এ্যাডভোকেট
মালঞ্চারোড,খড়গপুর-৪
ই. নং-WB/1333/1981
মোঃনং- ৯৪৩৪০১৮১৯৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

এক রাতের বৃষ্টিতেই হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের ঘর জলের তলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: এক রাতের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ল হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের থানামাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রামকৃষ্ণপল্লি এলাকা। একাধিক বাড়ির একতলার ঘর জলমগ্ন এমনটাই অভিযোগ বাসিন্দাদের। রামেল ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বৃষ্টির দুর্যোগ হবে আগে থেকেই সতর্কবার্তা জারি করেছিল আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার রাত থেকে টানা বৃষ্টির কারনে এলাকার বেশ কিছু ঘরে জল ঢুকে পড়ে। এলাকাতে জল নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক না থাকার কারণে এক রাতের বৃষ্টিতে এলাকার বিভিন্ন পরিবার কার্যত জলবন্দি দশা। পাকা বাড়ির ভিতরে ও পায়ের গোড়ালির উপর পর্যন্ত জলমগ্ন। খাটের উপরে জিনিসপত্র তুলে বসে আছেন পরিবারের সদস্যরা। খাওয়া দাওয়া থেকে সব কিছুই এখন ঠাঁই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের বিছানা। এই চরম দুর্যোগের দিনে কোনো জনপ্রতিনিধিরা খোঁজ পর্যন্ত নিতে আসেননি বলে বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হাওয়া অফিস এর কথা মতো বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছেন এই ভাবে বৃষ্টি হতে থাকলে হলে জল আরো বাড়বে, সেক্ষেত্রে কোথায় গিয়ে তারা থাকবেন তাই নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বাসিন্দারা। ওই এলাকার বাসিন্দা সুভাষ রায় বলেন, 'একাধিকবার এই বিষয় নিয়ে জানান হলেও কোনো সমাধান পায়নি। যদি সংবাদমাধ্যমের দ্বারা প্রশাসনের টনক নড়ে তাহলে উপকৃত হব।'

দু'দিন বন্ধ গোসাবা গদখালির মধ্যে খেয়া পারাপার, ক্ষোভ যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গদখালি: ঘূর্ণিঝড় রেমালের দাপটে দুর্ঘটনা এড়াতে রবিবার সকাল থেকেই গোসাবা গদখালির মধ্যে খেয়া পারাপার বন্ধ করে দিয়েছিল প্রশাসন। শুধু এই খেয়া নয়, সুন্দরবনের সমস্ত খেয়াই জেলা প্রশাসনের নির্দেশে ব্লক প্রশাসন বন্ধ রেখেছিল। এই পরিস্থিতিতে বহু মানুষ নদী পারাপার করে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারেননি। গদখালিতেও দু'দিন ধরে খেয়া পারাপার করতে না পেরে খেয়াঘাটেই বিক্ষোভ দেখালেন একদল যাত্রী। মূলত ভিন রাজ্য থেকে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকরাই সোমবার দুপুরে বিক্ষোভ দেখান গদখালি খেয়া ঘাটে। আগামী শনিবার শেষ দফার লোকসভা ভোট রয়েছে রাজ্যে। আর শেষ দফায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চারটি লোকসভা কেন্দ্রেই ভোট রয়েছে। সেই ভোট দিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে একে একে পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরতে শুরু করেছেন ভিনরাজ্য থেকে। রবিবার সকালে গোসাবার বাসিন্দা অনেকেই এসে পৌঁছন গদখালিতে। কিন্তু দুর্যোগের কারণে খেয়া পারাপার বন্ধ থাকায় তাঁরা নদী পার হয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরতে পারেননি। রবিবার দুর্যোগের মধ্যেই গদখালি খেয়াঘাটে কোনওমতে রাত কাটান। কিন্তু সোমবার সকালেও খেয়া চালু না হওয়ায় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে তাঁদের। প্রশাসনের কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করেও খেয়া চালু না হওয়ায় গদখালি খেয়াঘাটেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। ইসার আলি শেখ, রনবীর বর্মণরা বলেন, দু'দিন ধরে এই দুর্যোগের মধ্যে খেয়াঘাটে বসে রয়েছি। খাবার, পানীয় জল কিছুই নেই। খেয়া পারাপারের ভুটভুটির বদলে যদি বড় লঞ্চ এনেও আমাদের পারাপারের ব্যবস্থাও করল না প্রশাসন। এদিকে গদখালিতেও কোন যাত্রী প্রতিক্ষালয় নেই যেখানে এই দুর্যোগের মধ্যে অন্তত থাকা যায়। এদিন দুপুরে এই বিক্ষোভের খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামলায়। সোমবার বিকেলের পর দুর্যোগ কমলে খেয়া পারাপার চালু হয়।

দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূলের জয়ের কাঁটা তরুণ প্রজন্ম আর অবাঙালি ভোটার

প্রথম পাতার পর

কাজেই এবারেও তাঁর উপর ভরসা রেণেছে সিপিএম। এই লোকসভা কেন্দ্রে প্রায় ৩৬ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট, সেণানেই ভরসা বামেদের। তা যাই হোক না কেন, বাংলার সবথেকে সেফ সিটে তৃণমূলকে হারানো ভয়ঙ্কর কঠিন কাজ।

তবে এর মাঝেও তৃণমূলের জয়ে কাঁটা হয়ে দাঁড়চ্ছে এই লোকসভা ২৬টা ওয়ার্ড। এণানে বলে রাণা শ্রেয়, কলকাতা পুরসভার ৫৮টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা। সেণানে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ২৬টিতে এগিয়েছিল বিজেপি। মুণ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল ৩ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে থাকলেও, ৬৩, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩ ও ৭৪ ওয়ার্ডে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। মন্ত্রী জাভেদ ঢানের কসবা বিধানসভার ৬৭, ১০৭ ও ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডেও এগিয়েছিল বিজেপি। এ ছাড়াও বেহালা পূর্ব কেন্দ্রে ১১৬, ১১৭ ও ১২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যবধান ছিল বিজেপির পক্ষে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে ১১৮, ১১৯ ও ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডে পিছিয়ে ছিলেন মালা। এমনকি মেয়র ফিরহাদের কেন্দ্র কলকাতা বন্দরের ৭৬, ৭৯ এবং ৮০ নম্বর ওয়ার্ডে ফলাফল ছিল বিজেপির পক্ষে। রাসবিহারী কেন্দ্রের ৮১, ৮৪, ৮৬, ৮৭ এবং ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডে পিছিয়েছিল তৃণমূল। ফলস্বরূপ রাসবিহারী কেন্দ্রটিতে এগিয়েছিল বিজেপি। বালিগঞ্জ কেন্দ্রেও ৬৮, ৬৯ এবং ৮৫ নম্বর ওয়ার্ডে ভাল ব্যবধানে এগিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী চন্দ্র বোস। তবে দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের ধারনা, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে হামলা এবং পরে বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইকের ঘটনায় বিজেপি যে সুবিধা পেয়েছিল এবার তেমন কিছু নেই। তা ছাড়া গতবার দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপির সাতজন জয়ী কাউন্সিলর ছিলেন। এবার সেই সংখ্যা নেমে গিয়েছে শূন্যে। ফলে বিজেপির সেই রমরমা এবার নেই।

এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা জানাচ্ছেন, এবারে দক্ষিণ কলকাতায় লড়াই এতটা সহজ নয়। কারণ,এছাড়া এই অঞ্চলে বরাবরই হিন্দি বলয়ের মানে বিহার, ঝাড়ণণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দাদের উপস্থিতি চোণে পড়ার মতো। যাঁরা মূলত বিভিন্ন ধরনের চালক হিসেবে বা চায়ের দোকান কিংবা অন্যান্য ছোটণাটো ব্যবসা করে দিন গুজরান করেন। সিপিএমের আমলে নিজেদের ভোটব্যাংক বাড়াতে এঁদের অনেককেই সচিত্র পরিচয়পত্র করে দিতে সাহায্য করেছিল তৃণমূল। কিন্তু এণন বাংলায় বিজেপির পা কিছুটা শক্ত হওয়ায় তাঁরা বিজেপি সমর্থক হয়ে উঠেছেন। সব মিলিয়ে, দক্ষিণ কলকাতার একটি অংশজুড়ে বাঙালি ভোটারের সংখ্যা কমে যাওয়ায় ও অবাঙালি ভোটারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তৃণমূলের ভোট কমছে। একইসঙ্গে বিজেপির ভোট বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের বাঙালির একটা বড় অংশ ঝুঁকেছে বিজেপির দিকেই। কারণ, নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় যুবদের একটা বড় অংশ মুণ ঘুরিয়েছে তৃণমূলের থেকে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৮ মে ২০২৪ ১৪ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ মঙ্গলবার

বৃদ্ধি পেল গরমের ছুটির মেয়াদ, স্কুল খুলবে ১০ জুন, জারি বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাড়ানো হল গরমের ছুটির মেয়াদ। নতুন জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে স্কুল শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, ৩ জুন নয়, আগামী ১০ জুন থেকে স্কুল খুলবে। বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য জানানো হয়েছে, ৩ জুন থেকে স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা আসবেন। কিন্তু পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে হবে ১০ তারিখ থেকে। সেদিন থেকেই শুরু হবে পঠন-পাঠন।

স্কুল শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছিল, আগামী ৩ জুন রাজ্য সরকারের স্কুলগুলি গরমের ছুটির পর খুলবে। কিন্তু ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ার ফলে সংশয় তৈরি হচ্ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকাকালীন কীভাবে স্কুল চলবে। সেক্ষেত্রে অনেক স্কুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পর্যায়ক্রমে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে এনে ক্লাস করানো হবে। কোনও ক্ষেত্রে আবার অনলাইন ক্লাস করানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কারণ ভোট চলাকালীন বেশিরভাগ স্কুলেই কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। তাই স্কুলগুলির অবস্থা প্রায় শোচনীয় বলা চলে। এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের এনে ক্লাস করানো সম্ভব নয়।

তাই লোকসভা ভোটের জন্য একাধিক স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় ৯ জুনের আগে স্কুলগুলিতে পাঠদান-পরিস্থিতি তৈরি হবে না। তাই ১০ জুন থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস করবে।

ইতিমধ্যেই স্কুল শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, স্কুল খোলার পর গরমের ছুটির কারণে অতিরিক্ত ক্লাস করাতে হবে স্কুলে। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার পর বিভিন্ন স্কুলের কী অবস্থা সেই রিপোর্ট জেলা স্কুল পরিদর্শককে দিতে বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য জানান, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত সদর্থক। কারণ কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকাকালীন স্কুলগুলির অবস্থা একেবারেই বেহাল হয়ে পড়ে। ক্লাস করানোর মতো পরিবেশ থাকে না। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে যাওয়ার পর স্কুলগুলোকে পরিষ্কার করে পঠন-পাঠনের যোগ্য করে তোলার জন্য সময় প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন মামলায় সুপ্রিম কোর্টে অস্বস্তিতে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজ্ঞাপন মামলায় সুপ্রিম কোর্টে অবস্বস্তিতে বিজেপি। বিজেপির বিজ্ঞাপন মামলায় হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। হাইকোর্টেই পুনর্বিবেচনা করার আবেদন জানানোর নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, বিজ্ঞাপনগুলিতে বিরোধীদের আক্রমণ করা রয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, অপরকে আক্রমণ করে নিজের প্রচার করা যায় না। এক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ করেনি নির্বাচন কমিশন। ফলে সুপ্রিম কোর্ট কীভাবে হস্তক্ষেপ করবে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়।

সোমবার বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের এজলাসে এই বিজ্ঞাপন মামলার শুনানি ছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, পুনর্বিবেচনার আবেদন নিয়ে ফের কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের দ্বারস্থ হতে হবে বিজেপিকে।

এদিন শুনানি চলাকালীন বিজেপির তরফে আইনজীবী পিএস পাটওয়ালিয়া বলেন, বাস্তব তথ্যের উপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞাপনগুলি করা হয়েছে। পাল্টা আদালতের পর্যবেক্ষণ, প্রতিপক্ষ কখনও শত্রু নয়। বিচারপতি বলেন, 'আমরা বিজ্ঞাপনগুলি দেখেছি। বিজ্ঞাপনগুলি অত্যন্ত নিন্দনীয়। নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলা যেতেই পারে। কিন্তু শত্রুতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমরা কোনও ভূমিকা পালন করব না।' প্রসঙ্গত, ভোটের মুখে সংবাদমাধ্যমে বিজেপির দেওয়া বিজ্ঞাপনকে অসম্মানজনক বলে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়েছিল তৃণমূল। হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ বিজ্ঞাপনগুলির উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়। এরপরই বিজেপি যায় ডিভিশন বেঞ্চে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ একক বেঞ্চের নির্দেশ বহালের পক্ষেই রায় দেয়। উপায় না পেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় বঙ্গ বিজেপি। তবে এবার সেখান থেকেও ফিরতে হল।

নিউটাউনের ফ্ল্যাটে সাংসদ খুনের ঘটনা পুনর্নির্মাণ বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: নিউটাউনের ফ্ল্যাটে বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ার উল আজিমের খুনের ঘটনা পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করতে দেখা গেল বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের। এদিন এই ঘটনা পুনর্নির্মাণের সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের গোয়েন্দা প্রধানও। বাংলাদেশ গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জিহাদের বর্ণনা থেকে জানা গিয়েছে, ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অচৈতন্য করে ফেলা হয় সাংসদকে। এরপর শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। রান্নাঘর সংলগ্ন একটা জায়গায় খুন করেন আততায়ীরা। সেই জায়গায় ছিল একটি সিসিটিভি, যা আগে থেকেই কাপড় এবং লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে ঢেকে রেখে ছিলেন সেলেস্তা রহমান। খুন করার পর সোজা রান্নাঘরে নিয়ে যাওয়া হয় দেহ। টুকরো টুকরো করা হয় দেহ। দেহ থেকে হাড় মাংস আলাদা করে আলাদা আলাদা প্যাকেটে ঢোকানো হয়। এর পাশাপাশি সেলেস্তার দাবি, তিনি ওপরে ছিলেন। নেমে এসে আর দেখেননি আনওয়ার উলকে।

সিসিটিভি ফুটেজ দেখে গোয়েন্দারা জানান, বিকেল ৪টে নাগাদ ওই সাংসদের জুতো, যেটা বাইরে খোলা ছিল, সেটা আততায়ীরা নিয়ে যায় ভিতরে। এরপরের ঘটনা সম্পর্কে জিহাদ জানিয়েছেন, ভাঙড়ের রাঙ্খস্তায় বাগজোলা খালের কৃষ্ণমাটি ব্রিজের কাছে ফেলা হয় দেহাংশ। সাংসদের মোবাইল এবং পোশাক ফেলা হয় গাবতলা বাজারের কাছে। মাথার খুলির টুকরো ফেলা হয় শাসনের কাছে একটি ভেড়িতে।

অন্যদিকে সিয়াম বাংলাদেশ সাংসদ আনোয়ার উল আজিমের সিম কার্ড নিয়ে পালিয়ে যায় নেপালে। নিজের মোবাইলে বার কয়েক অ্যাক্টিভও করে। তাই মুজাফফরপুরে সাংসদের মোবাইল টাওয়ার পাওয়া গিয়েছিল। এদিন ঘটনা পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি, দেহাংশের খোঁজে তল্লাশি চালানো হয়। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলেছে, ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে পাওয়া রক্তের নমুনা ডিএনএ প্রোফাইলিং এর জন্য পাঠানো হচ্ছে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডি-র তরফ থেকে।

হালিশহরে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের ত্রিপল দিলেন রাজা দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব পড়েছে হালিশহরে। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি। হালিশহর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রাধামাধব চৌধুরী লেন এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পবনতলা এলাকায় কয়েকটি কাঁচা বাড়ি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই অনেকেই বিপজ্জনক কাঁচা বাড়িগুলোতে বসবাস করছেন। রেমালের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের হাতে সোমবার ত্রিপল পৌঁছে দিলেন বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং অনুগামী তথা হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত। তাঁর আক্ষেপ, কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা প্রকল্পের সুবিধা থেকে এঁরা বঞ্চিত। তবে বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে এঁদের অবশ্যই পাকা বাড়ি করে দেওয়া হবে।

পানিহাটিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক ব্যবসায়ীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ঘূর্ণিঝড় রেমালের তাণ্ডবে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। কোথাও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়েছে। আবার কোথাও বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গিয়েছে। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বিপত্তি পানিহাটিতে। দুর্যোগের মধ্যে সোমবার বেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যবসায়ীর। খড়দা থানার পানিহাটির সুখচর রাজা রোডের ঘটনা। মৃতের নাম গোপাল বর্মন (৫৩)। তিনি পেশায় গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ছিলেন। মৃতের ভাইপো বিজয় বর্মন জানান, পুকুরে মাছ ধরার নাম করে কাকা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের কারনে রাস্তার ধারে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়েছিল। সেই তার পায়ে লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কাকার মৃত্যু হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত তিলোত্তমাবাসীর পাশে নির্বাচনী প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় ঘূর্ণিঝড় বিপর্যস্ত এলাকা ঘুরে দেখতে তিলোত্তমাবাসীর পাশে দাঁড়াতে দেখা গেল নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের। সোমবার সকাল হতেই ঘূর্ণিঝড় বিপর্যস্ত এলাকা ঘুরে দেখলেন সৃজন ভট্টাচার্য। এদিন সকালে কলকাতা পুরসভার ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি। কথা বলেন এলাকার মানুষদের সঙ্গে। রবিবার রাতে ঝড়ের কারণে যাদবপুরের একাধিক জায়গায় ভেঙে পড়েছে গাছ, লাইট পোস্ট। জল জমে রয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। বিদ্যুৎ না থাকায় চরম সংকটে রয়েছেন এলাকার মানুষ। বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেন যাদবপুরের সিপিআই (এম) প্রার্থী। তিনি বলেন, 'গোটা যাদবপুর জুড়ে আমরা রাস্তায় আছি। রেড ভলান্টিয়াররা সব সময় মানুষের পাশে আছে। বারুইপুর, ভাঙড় সব জায়গায় খবর নিয়েছি। সেখানে যাব মানুষের সঙ্গে কথা বলব। বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করছি।'

অন্যদিকে দুর্যোগের মধ্যেই দমদমের অবস্থা কী তা খতিয়ে দেখতে মাঠে নামতে দেখা যায় বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা সৌগত রায়কে। আর জমা জল সরাতে বাঁশ হাতে ড্রেন পরিষ্কার করতে দেখা যায় তাঁকে। কারণ, ম্যানহোলের মুখে ভর্তি ছিল প্লাস্টিক-আবর্জনা। তাতে জল সরছিল না। সেগুলিই পরিষ্কার করতে দেখা যায় তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতাকে।

পাশাপাশি বরানগরে পেলোডার চালিয়ে চিমনি সরাতেও দেখা যায় দমদমের এই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে। রেমালের জেরে রবিবার রাত থেকে টানা বৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায়। দমদম, উত্তর কলকাতার বেশির ভাগ এলাকা জলমগ্ন। রাস্তায় নামেন সৌগত আর তাঁর অনুগামীরা।

সোমবার সকাল থেকেই ছন্দে বিমান পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘূর্ণিঝড় রেমালের কারণে প্রায় ২১ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর দমদম বিমানবন্দরে চালু হল বিমান পরিষেবা। ঘূর্ণিঝড় রেমালের কারণে রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বিমান পরিষেবা বন্ধ ছিল। এরপর সোমবার সকাল থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় উড়ান পরিষেবা। জানা যাচ্ছে, দমদম বিমানবন্দর থেকে বেসরকারি বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর প্রথম বিমানটি রওনা হয় পোর্ট ব্লেয়ারের উদ্দেশে। পাশাপাশি চালু হয় আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবাও। তবে পরিষেবা চালু হলেও প্রায় সব বিমানই নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে চলে।

ঘূর্ণিঝড় রেমালের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রবিবার দুপুর থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত প্রায় ২১ ঘণ্টা কলকাতা বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা বন্ধ থাকে। আবহাওয়া দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট সবপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর উড়ান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। যাত্রী হয়রানি এড়াতে আগেভাগে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। দুর্যোগের জন্য ২১ ঘণ্টা বিমান বন্ধ থাকার

নজির কলকাতা বিমানবন্দরে সাম্প্রতিককালে নেই। রেমালের কারণে মোট ৩৯৪ বিমান ওঠানামা বন্ধ ছিল। যাত্রীদের অসুবিধা হলেও, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সকলের সঙ্গে কথা বলেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রবল হাওয়ায় বিমান চলাচলে ঝুঁকি থেকে যায় সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলেই জানানো হয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে।

এদিকে সোমবার সকালেও নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর জলে টইটম্বুর, ছিল বলে জানা গেছে। তবে তার মধ্যেও উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিক করতে সকাল থেকেই কর্তৃপক্ষের তৎপরতা দেখা যায়।

আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় সকাল প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় বিমানবন্দর। শুরু হয় চেন্নাই, কোচি, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদগামী বিমান চলাচল। এদিকে বিভিন্ন বিমান কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যে যে বিমান বাতিল হয়েছিল তার পুরো অর্থ ফেরত পাবেন যাত্রীরা। যদি ওই সংস্থার অন্য বিমানে কোনও যাত্রী যাতায়াত করতে চান সেই সুবিধাও করে দেওয়া হবে।

ঘূর্ণিঝড়ে বরানগরে ভেঙে পড়ল বন্ধ কারখানার চিমনি, ক্ষতিগ্রস্ত আটটি গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ঘূর্ণিঝড় রেমালের দাপটে বরানগরে ভেঙে পড়ল বন্ধ কারখানার ৭০ থেকে ৮০ ফুট লম্বা চিমনি। সেই চিমনি ভেঙে পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হল ৮টি গাড়ি। চিমনি চাপা পড়ে গাড়িগুলো দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। ঘটনায় মাথায় হাত গাড়ির মালিকদের। যদিও ঘটনাস্থলে লোকজন না থাকায় বড় ধরনের ঘটনার হাত থেকে রেহাই মিলেছে। স্থানীয়রা জানান, বহু বছর ধরে বন্ধ কেন্দ্রীয় সরকার অধিকৃত বেঙ্গল ইমিউনিটি লিমিটেড নামক ওষুধ কারখানা। ওই কারখানার পাশে চার্চের জমিতে পার্কিং জোন রয়েছে। রবিবার মাঝরাতে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে কারখানার চিমনি ভেঙে আটটি গাড়ির ওপর পড়ে। সোমবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন দমদম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায় ও বরানগর কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। বামপ্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্য ও বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষও ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসেছিলেন। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে দমদম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায় বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার ফলে এই ঘটনা ঘটেছে। বেঙ্গল ইমিউনিটি ওষুধ তৈরির বহু বছর ধরে বন্ধ। সেই বন্ধ কারখানার খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু কারখানা খোলার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এদিকে চিমনি সরাতে এদিন সায়ন্তিকাকে সঙ্গে নিয়ে হাইড্রোলিক পে লোডারের চালকের আসনে চড়ে বসলেন বিদায়ী সাংসদ তথা দমদম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায়। বরানগর কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থীর কটাক্ষ, সৌগত বাবু আজ পে লোডার চালাচ্ছেন। আসলে তারা গ্যালারি শো করতে এসেছেন।

রেমালের প্রভাবে জল জমে পরিষেবা আংশিক ব্যাহত কলকাতা মেট্রোর, তরজা কলকাতা পুরসভার সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেমালের প্রভাব পড়ল কলকাতা মেট্রোতেও। পার্কস্ট্রিট এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনের মাঝে মেট্রো ট্র্যাকে জল জমে যাওয়ায় সোমবার সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে সকাল থেকে প্রায় কয়েক ঘণ্টা কার্যত থমকে থাকে মেট্রো পরিষেবা। তবে এই সময় মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে কবি সুভাষ এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করে। মেট্রো বন্ধ ছিল মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত। মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়, দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে বেলা গড়িয়ে যায় বলেই জানান মেট্রোর নিত্যযাত্রীরা।

এদিকে মেট্রোর পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনায় মেট্রোর তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, সকালে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে পার্কস্ট্রিট এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের মধ্যবর্তী ট্র্যাকে জল জমে যাওয়ার কারণে কারণে সোমবার মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত

হয়। পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের সাবওয়েও প্লাবিত হয়। তবে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, প্রথমে কাবি সুভাষ থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনগুলির মধ্যে পরিষেবা চালানো হয়। পাশাপাশি পাম্পের সাহায্যে ট্র্যাকে জমে থাকা জল সরাতে ঘটনাস্থলে যান মেট্রোর আধিকারিক ও কর্মীরা। কিন্তু সেই সময়ে যেহেতু প্রবল বর্ষণ হচ্ছিল এবং পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেডের আশেপাশের এলাকাগুলি জলের তলায় ছিল, তাই সেই সময়ে ট্র্যাকবেড থেকে জল পাম্প করতে তাঁদের অসুবিধার সামনে পড়তে হয়। তা সত্ত্বেও, মেট্রো কর্মীরা ট্র্যাকবেড থেকে জল বের করতে সক্ষম হন এবং পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকে। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি হওয়ায় কবি সুভাষ থেকে ময়দানের মধ্যে সংক্ষিপ্ত পরিষেবাগুলি সকাল ১০টা ২১ থেকে শুরু হয়। অবশেষে ব্লু লাইনের পুরো অংশে স্বাভাবিক মেট্রো পরিষেবা শুরু হয় বেলা ১২টা ০৫ থেকে।

এই প্রসঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষ আরও জানানো হয় যে, এরপরে, মেট্রো আধিকারিক এবং প্রকৌশলীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং তাঁদের নজরে আসে সম্প্রসারণ জয়েন্টের আশেপাশে পার্কস্ট্রিট স্টেশনে সাবওয়ের শীর্ষের কাছে কেএমসি পয়ঃনিষ্কাশন লাইনে ফুটো রয়েছে। তারই জেরে, পার্কস্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে ডি-ওয়াল নির্মাণ বা সম্প্রসারণ জয়েন্টের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে জল ঢোকে। এক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার নিকাশি ব্যবস্থায় লিকেজের কারণেই এমন ঘটনা ঘটে বলে দাবি মেট্রো কর্তৃপক্ষের। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয় মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে।

পাল্টা মেট্রোর এই দাবি পুরোপুরি খারিজ করে দেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (নিকাশি) তারক সিং। কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (নিকাশি) তারক সিং। তিনি বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। ইতিহাসে প্রথম এত বৃষ্টি হল কলকাতায়। ঘণ্টায় ১৫০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সাড়ে ৩ হাজার মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। গড়ে দেড়শ মিলিমিটার। কলকাতা শহরটা তো আমাদেরও। আমরা কি চাইব মেট্রোতে জল ঢুকে যাক? ওরা যদি প্রমাণ করতে পারে আমাদের লিকেজের জন্য হয়েছে, তাহলে যে টাকা ওদের ক্ষতি হয়েছে সব দিয়ে দেব। প্রমাণ করুক, নয়তো ক্ষমা চেয়ে নিক।'

যতীন দাস রোডে গাছ পড়ে বিপত্তি।

শাহজাহানের বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জমি দখল সংক্রান্ত মামলায় সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। শাহজাহানের গ্রেপ্তারির ৫৬ দিনের মাথায় সোমবার কলকাতায় বিশেষ ইডি আদালতে জমা পড়ে এই চার্জশিট। ১১৩ পাতার ওই চার্জশিটে শাহজাহান ছাড়াও নাম রয়েছে শাহজাহানের ভাই আলমগীর এবং তাঁর দুই 'সঙ্গী' দিদার বক্স ও শিবু হাজরার। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, সন্দেশখালিতে জমি দখল সংক্রান্ত বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে ইডির অফিসারদের কাছে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর অবশেষে ধরা পড়ে শেখ শাহজাহান। তারপর থেকে বহু জল বয়ে গিয়েছে সন্দেশখালির উপর দিয়ে। মুখ খুলেছেন সন্দেশখালির মানুষরা। জানিয়েছেন তাঁদের অভিযোগের কথা। উঠে এসেছে জমি দখল সংক্রান্ত বিস্তর অভিযোগ। জমি দখল সংক্রান্ত ওই অভিযোগগুলির তদন্ত শুরু করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, অফিসাররা এখনও পর্যন্ত জানতে পেরেছেন প্রায় ১৮০ বিঘা জমি শাহজাহান দখল করেছিল এবং সেখান থেকে ২৬১ কোটিরও বেশি টাকা আত্মসাৎ করেছে শাহজাহান বলে সন্দেহ ইডির।

এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৭ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে ইডি। এই যাবতীয় বিষয়টি ইডির জমা দেওয়া চার্জশিটে উল্লেখ করা রয়েছে বলে সূত্রের খবর। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের দাবি, এই চার্জশিটে এমন কিছু তথ্য রয়েছে, যা পরবর্তীতে শেখ শাহজাহানের জামিন পাওয়ার রাস্তা আরও কঠিন করে তুলতে পারে।

সম্পাদকীয়

চারিদিকের এত অন্যায় থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীদের ‘হিরণ্ময় নীরবতা’ নিন্দনীয়

রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছেন শিল্পী-সাহিত্যিকের মনকে হতে হবে ব্যাপ্ত; কেবল স্বার্থভাবনায় নিমজ্জিত নয়। আমরা সে শিক্ষা গ্রহণ করেছি কি? অনেকে যুক্তি দেন, ‘আগে প্রতিবাদ করেছি বলে সব সময়ে আমাকেই কেন করতে হবে’, কিংবা ‘আগে করিনি বলে এখন কেন করতে পারব না?’ যদিও এ আসলে স্ববিরোধিতা বা দ্বিচারিতা গোপন করার কৌশলমাত্র। বর্তমান বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী মহল নৈঃশব্দ্যের আড়াল খোঁজার ‘যৌক্তিকতা’ পান এই আখ্যানে যে, নিজের এবং পরিবারের প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা তাঁদেরও রয়েছে। তবু প্রশ্ন ওঠে, বিশিষ্টতার স্বীকৃতি প্রাপ্তি ও তজ্জনিত ক্ষমতাসীনের আনুকূল্য পেয়ে তা হারানোর আশঙ্কাও কারণ নয় তো? প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা বারংবার চরমভাবে নির্যাতিত সাহিত্যিক সলঝেনিৎসিন জীবনের এক কঠিন সময়েও নির্ভীক কণ্ঠে শুভ্র আত্মসম্মানবোধে সাহসী উচ্চারণে বলতে পেরেছিলেন, সাধারণ মানুষের কাজ মিথ্যায় যোগ না দেওয়া, কিন্তু লেখক-শিল্পীদের কাজ আরও বড়; মিথ্যাকে পরাস্ত করা। তাঁর এই প্রত্যয় তিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন। কী নির্যাতন তিনি সয়েছেন, কী মারাত্মক ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন, তা অজানা নয়। সাধারণের পক্ষে হয়তো সব ক্ষেত্রে উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না। কোনও দলের প্রতি আনুগত্য, সত্য ঘটনা না জানা, বিভ্রান্তিমূলক অর্ধসত্য প্রচারের শিকার হন তাঁরা। সর্বোপরি রয়েছে হেনস্থা, নিপীড়নের আশঙ্কা, এই বৃহত্তম গণতন্ত্রেও। তবে শাসকের নির্দেশে ভুল ইতিহাস প্রচারের বিরুদ্ধে সমাজ থেকে, রাজনীতি থেকে কম প্রতিবাদ উঠে আসায় সকলে কেন আশ্চর্য হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না। আর কোনও ক্ষেত্রে কি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ চোখে পড়েছে? চারিদিকের এত অন্যায় থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীদের ‘হিরণ্ময় নীরবতা’ নিন্দনীয়। যাঁরা কিছু প্রাপ্তির আশায় বা প্রাপ্ত কিছু হারানোর আশঙ্কায়, কিংবা নিছক ভয়েই নিশ্চুপ থাকেন, তাঁরা হয়তো বিস্মৃত হন, স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের অধিকার নিয়ে আপস চলে না। অন্যায়, মিথ্যাচার দেখে বুঝেও নিশ্চুপ থাকা, কিংবা ঘুরপথে সমর্থন জুগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শিরদাঁড়া ন্যুব্জ করে, লুপ্ত করে বিবেক ও চেতনা। মনে রাখতে হবে ‘দ্য রেসপন্সিবিলিটি অব ইন্টেলেকচুয়ালস’ রচনায় নোম চমস্কির বক্তব্য, বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব সত্য বলা এবং মিথ্যা ধরিয়ে দেওয়া।

আনন্দকথা

নবম পরিচ্ছেদ
চতুর্থ দর্শন

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।
(গীতা — ৬/২২)

(নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতির সঙ্গে আনন্দ)

তাহার পরদিনও ছুটি ছিল। বেলা তিনটার সময় মাস্টার আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। মেঝেতে মাদুর পাতা।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

এন টি রামারাও

১৮৮৩ *স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকারের জন্মদিন।*
১৯২৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এন টি রামারাওয়ের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাজীব টোপনোর জন্মদিন।*

নবারুণের কাছে কবিতা

তন্ময় কবিরাজ

‘অন্ধকারে জন্ম তোর/দেখেও যাবি অন্ধকার/অন্ধকারে মৃত্যু হবে/অন্ধকারে জন্ম যার।’ নবারুণ ভট্টাচার্যের এই কথাগুলোই বলে দেয়, রাষ্ট্রশাসনের সামনে মানুষ কতো অসহায়। গনতন্ত্রের দোহাই দিয়ে প্রহসন চলছে। চারদিকে দুর্নীতি। মানুষ শুধু মিথ্যা স্বপ্নের দিনবদলের আশায় পরিবর্তন চাইছে। বাস্তবে কিন্তু রঙ বদল হলেও শাসকের চরিত্র বদল হয়না, ইতিহাস সে কথাই বলে। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার। তাঁদের সচেতন করতে হবে। কবি সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবীদের কাঁধে সেই দায়িত্ব। তাঁদের লেখায় থাকবে প্রতিবাদ। অথচ সময় বলছে, সেইসব সচেতন বুদ্ধিজীবীরা আর মানুষের পাশে নেই। বরং ওরা -আমরা রাজনীতির বিভাজন করে তাঁরা শাসকেই সমর্থন করেছে। কবি নবারুণ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, ‘কবিতা এখনই লেখার সময়।’ কবি নবারুণের কাছে, কবিতা জ্ঞানের বিলাসিতা নয়। কবিতায় প্রতিবাদের ঝড় উঠুক। কবি জানেন, সাহিত্যকে সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে চলবে না। মানুষের বিপদে কবিতাকেই পাশে থাকতে হবে। সময়ের কালবেলাতে কবি লেখেন, ‘এই জল্লাদের উল্লাসমঞ্চ আমার দেশ না।’ কবি নবারুন ভট্টাচার্য জীবনকে দেখেছেন কাছ থেকে। রাজনীতি, শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্ব মানচিত্রের পট পরিবর্তন তাঁর মনজগতকে আন্দোলিত করেছিল। তিনি পলাতক হতে পারেননি, পদাতিক কবির মত সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার সমব্যথী হয়েছেন তিনি। তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি সেই মানুষ/যার কাঁধে সূর্য ডুবে যায়’। সূর্য নেহাতই সুখের মেটাফোর। শেক্সপিয়ারের সনেটের চিরন্তন সত্যের প্রতিফলন নবারুণের কবিতায়। মৌলিক পার্থক্য যেখানে এলিজাবেথের সময়ে ইচ্ছে-সময়ের দ্বন্দ্বে ইচ্ছে পরাজিত, সেখানে এখন শাসকের কাছে পরাস্ত নাগরিক সুখ। কবি অভিমানী নন, বরং তীব্র ঘৃণা শাসকের কাছে। নিজেকে প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণা তিনি বয়ে বেড়ান। কবি লেখেন, ‘মূষিক কবি, শৃগাল কবি ওড়ায় ন্যাড়া পুচ্ছ।’ কবির কলমে থাকা উচিত মেরুদন্ড, শব্দে তাঁর সততার অহংকার। ভীতু, চালক হলে সে কবিতার মূল্যবোধ থাকে না। কবি তাই আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। কবিরা সাহস হারিয়ে ফেলছেন। কবিতার শক্তিতে শাসক ভয় পায়। অ্যাডনিশের মত কবিদের ক্ষমতা আজও সমান ভাবে স্বীকৃত। কবিতা নির্ভীক। অনেকেই সত্যকে সহজভাবে বলতে না পারায় কবি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে লেখেন, ‘এই দেশে কবির জন্ম দগ্ধ অভিশাপ।’ কবি মিল্টনের কথা মনে পড়ে যায়। সাহিত্য বেঁচে থাকবে সমাজের দলিল হয়ে। সাহিত্যের উপর ভরসা করেই ইতিহাস লেখা হয়। তাই কবি সাহিত্যিকদের দায়বদ্ধতা আরো বেশী। কিন্তু বর্তমান সময়ে তার পালন করা হচ্ছে না। শাসকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে তাঁরা সত্যকে বিকৃত করছে, বঞ্চিত হচ্ছে সাধারন মানুষের আবেগ। কবি জানেন, নিরপেক্ষ মানসিকতার জন্ম হচ্ছে না। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে

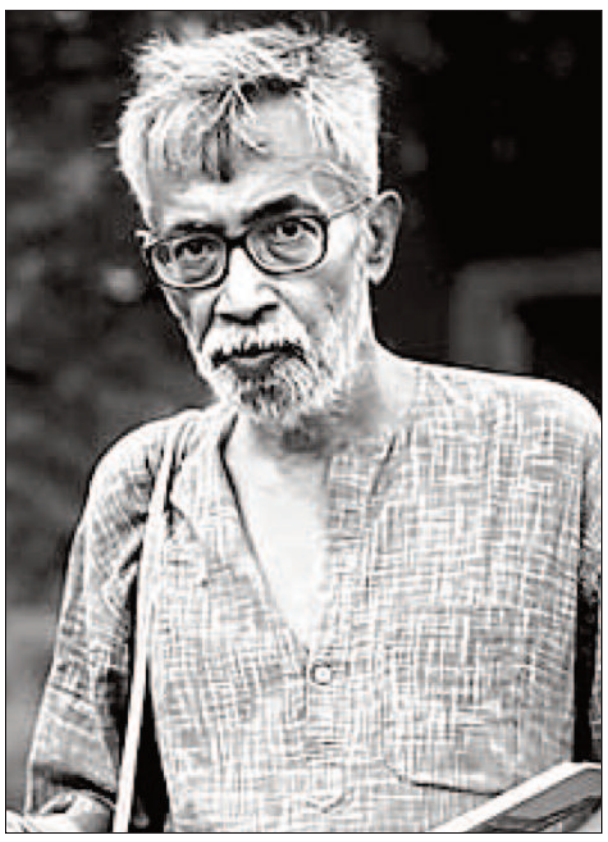

কবিতা। আর্থিক সুরক্ষার আশায় কবিতা আজ শাসকের বাসর ঘরে। শাসক স্থির করবে, কবিতার বিষয়, শব্দের অবস্থান, উপমার স্বাধীনতা। কবি লেখেন, ‘আমি একটা ইতরের দেশে বাস করি/এখানে বণিকেরা/লেখকদের উদ্ভাবন করে/এবং লেখকরা উদ্ভাবিত হয়।’ বণিক আর লেখক একই সারিতে হবার কারনে ক্ষতি হচ্ছে সৃষ্টির। ধনতন্ত্রে কায়েম হচ্ছে কবিতা। কর্পোরেটে কবিতার সাদা কালো অক্ষর, মুক্ত চিন্তা ক্রমশ কমছে। পরিবর্তে কর্পোরেট আর প্রযুক্তির হাতছানি। একমুখী চিন্তায় কবিতা আটকে পড়েছে। এতো আন্দোলন, এতো ঘটনা তবু কবিরা নির্বাক। তাঁরা পথে নামার আহ্বান জানান না। একদিন কবি শঙ্খ ঘোষ যে দায়িত্ব পালন করতেন আজ সেই দায়িত্ব পালনের লোকের অভাব। কবি তাই লেখেন, ‘যে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরানি/প্রকাশ্যে পথে এই হত্যার প্রতিশোধ চায় না/আমি তাকে ঘৃণা করি।’ মকবি নবারুন ভট্টাচার্য কবিতার শব্দ ছন্দ অপেক্ষায় বক্তব্যকে বেশি জোর দিয়েছেন, যাতে তাঁর সরল বক্তব্য সবাই বুঝতে পারে। কবিতাকে বোঝার জন্য উচ্চশিক্ষিত হবার দরকার নেই, শুধু যদি প্রাথমিক শিক্ষা আর বোধের জানালা খোলা থাকে তাহলেই কবিতাকে বোঝা যায়। কবি নবারুণ ভট্টাচার্য্য মলয় রায়চৌধুরী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমর সেনের দলের লোক। তিনি কবিতায় বিলাসি হতে চাননি। তাঁর কবিতা শোষণের বিরুদ্ধে শ্লোগান, পাশে থাকার আশ্বাস। কবি জানেন, একসময় শাসকের কোনো বিরোধী দল থাকবে না। গনতন্ত্রের ভেতর জন্ম নেবে একনায়কতন্ত্র। সরকার নিশ্চিন্ত কারন প্রতিবাদ করার মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। সবাই শাসকের দলদাস। কবি লেখেন, ‘যে দেশের বুদ্ধিজীবী অধ্যুষিত সরকার/শীতের ইথারের মধ্যে/গরীব মানুষের ঘর ভেঙে দেয়/... নতুন কাল্পনিক রাস্তা বানাবার গল্প শুনি।’ কবি নবারুন ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠান বিরোধী, তিনি সজাগ। সাহিত্য জীবনে তিনি সাহিত্যপত্র, ভাষাবন্ধন পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তিনি ব্রিটিশ কবি টি এস এলিয়টের মত সংশয়ী নন, বরং বাস্তববাদী। বাঁচতে গেলে ভাঙতে হবে, একটা বদল দরকার মানুষের জন্য। তিনি জানেন, কেউ সামনে আসবে না। শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার লোক নেই। তাই সমসাময়িক কবিদের উপর তিনি বিশ্বাস হারান। তিনি বলেন, আন্দোলন করতে হলে আরও প্রত্যয়ী হতে হবে। শাসকের পায়ে ডিগবাজি খেলে মানুষের সুদিন ফিরবে না। তিনি বলেন, প্রশ্ন তুলতে। অন্যায়ের জবাব চান তিনি। তিনি লেখেন, ‘আমার ওপরে অনেক অত্যাচার করতে হবে/এতো অত্যাচার করার ক্ষমতা দুর্ভাগ্যবশত/কোনো শোষক, নিপীড়ক বা রাষ্ট্রমেশিন/এখনও জানে না/যখন জানবে/তখন আমার প্রশ্নের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যাবে।’ মানুষের উপর ভরসা রাখেন তিনি। কবি জানেন, মানুষ একজোট হলে পরাজিত হবে শাসক। যাঁরাই প্রতিবাদ করবে তাঁদেরই বিপদ। শুধু প্রতিবাদ করে আজ কতো মানুষ জেলে। কবি সে খবরও রাখেন। তাই তাঁর কবিতা গর্জে উঠে, ‘জেলখানাতে স্বপ্ন আটক/একটা ব্যথা বর্শা হয়ে মৌচাকে বিঁধবে কবে/... একটা কুঁড়ি বারুদ গন্ধে মাতাল করে ফুটবে কবে/সারা শহর উথাল পাথাল ভীষণ রাগে যুদ্ধ হবে’ কবি জানেন, শেষ কথা বলবে মানুষ। এদেশের মানুষ অসহায়, তারা কাজ করে নগরে প্রান্তরে। মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। কবা আওনের ‘স্ট্রেঞ্জ মিটিং’ কবিতার পরিবেশ আজ। চারদিকে আয়রনী চলছে। কবি তাই আক্ষেপ করেন কবিতায়, ‘আমার ভালোবাসায় যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল/সেই মেয়েটি এখন আত্মহত্যা করেছে/...তার আঙুলে লুকানো নরম রক্ত/সাদা গলা।’

মায়ের কোলে নজরুল

তপন সাহা

‘আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব- শিশুদের মারছে চাবুক ,বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা আসবি কখন সর্বনাশী?’

‘ধূমকেতু’ র মামলায় ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহো নজরুলকে এক বছরের জন্য সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিলেন। কিছুদিন আলিপুর সেন্টাল জেলে রাখার পর ১৪ই এপ্রিল বদলি করা হলো হুগলি জেলে। রবীন্দ্রনাথের ত্বসন্ত নাটিকা দর সেই গর্বের কাহিনী আজ নয়। হুগলি জেলে বদলির কারণে প্রমাদ গুনলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সহ সহযোগী সকলেই।

নজরুলের খবর সংগ্রহ করে নিয়মিতভাবে বন্ধুবান্ধবদের জানাবার ভার নিল হামিদ আর সিরাজ। তাদের সাথে যোগ দিল হুগলির আরো অনেক টগবগে তরুণ।

কলকাতায় বসেই একদিন খবর পেলেন জেলের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং উৎপীড়ন নিপীড়নের প্রতিবাদে অনশন শুরু করেছেন নজরুল। পবিত্রবাবু ছুটে এলেন হুগলিতে। আগে বেশ কয়েকবার যত সহজে নজরুলের সঙ্গে দেখা করেছেন এবার জেল কর্তৃপক্ষ বাধা দিল। দেখা করতে দিলে অনশন ভঙ্গ করিয়ে দিতে পারবেন এমন আশ্বাসেও অনুমতি মিললো না।

দিনের পর দিন যায়, খবর আসে নজরুল নাছোড়বান্দা, এসপার ওসপার লড়ে দেখবে সে। জেল কর্তৃপক্ষ আরো কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। শুরু হলো নজরুলের ওপরে ডান্ডাবেড়ি, হ্যান্ডকাপ, নির্জন কুঠুরিতে কয়েদ, তাতেও কিছু না হওয়ায় জোর করে খাবার খাওয়ানো, সে এক যন্ত্রণাদায়ক অত্যাচার।

দিন দিন আরো দূর্বল হয়ে পড়ছেন কবি। বেপরোয়া হয়ে নলিনীকান্ত সরকারকে সঙ্গে নিয়ে আবার এলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। এবারও প্রত্যাখ্যান করলো জেল কতৃপক্ষ। কোন আশ্বাস, কোন প্রতিশ্রুতি কানে তুললো না। জেলের ফটক থেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পথ হাঁটছেন দু'জন।

জেলের পাঁচিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নলিনী বলে উঠলেন, ‘এই একটা পাঁচিল যা ফারাক, হয়তো ওপারের উঠানেই কাজী ঘোরাফেরা করছে। একবার চোখের দেখা দেখতে পেলেও কাজ হত।’ পবিত্রবাবু বললেন ‘এই মাছি-পেছলানো বিরাট উঁচু পাঁচিল, এর উপরে উঠে যে নজরুলের দেখা পাওয়ার চেষ্টা করব তাও সম্ভব নয়’।

মিনিট খানেক চোখ বুজে কি ভাবলেন নলিনীবাবু। তারপর বললেন, পাগলাকে সাঁকো নাড়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছো পবিত্র , পাচিঁলে ওঠার চেষ্টা করলে হয় না কি?

‘বলেন কি নলিনীদা। তারপর আমাদেরও শ্রীঘর বাস করতে হবে’। বলে উঠলেন পবিত্রবাবু।

‘মন্দ কি’, নলিনী জবাব করলেন, ‘আমি আর কাজী যে যার সেল থেকে গলা মিলিয়ে ডুরেট গাইব, আর তোমার সেল থেকে তুমি দেবে তুড়ি। কাজীর অনশন কোথায় ভেসে যাবে’।

পবিত্রবাবু বললেন ‘কিন্তু উঠবেন কি করে ? সেটাই তো সমস্যা’।

নলিনীবাবু এবার প্রস্তাব দিলেন পবিত্রবাবুকে, তুমি উবু হয়ে বসলে আমি তোমার কাঁধে উঠবো, তারপর তুমি দেয়াল ধরে কোনমতে দাঁড়াতেপারলেই আমি উঠে পড়বো পাঁচিলে।

হুগলিঘাট ষ্টেশনের দিকের পাঁচিলটা তুলনামুলক ভাবে নিচু। তিনি আরো বললেন, তোমার কাঁধ থেকে যে মুহূর্তে আমি পা তুলে নেবো, তুমি একেবারে চম্পট দেবে। ষ্টেশনের ভিড়ে মিশে থাকবে’।

যে কথা সে-ই কাজ। কাঁধের থেকে নলিনীবাবুর পা উঠে যেতেই কয়েক গজের ব্যবধানে থাকা ষ্টেশনের ভিড়ে মিশে গিয়েছিলেন পবিত্রবাবু।

পাঁচিলের উপরে ঘোড়সোয়ারের মতো দু'পাশে দুই

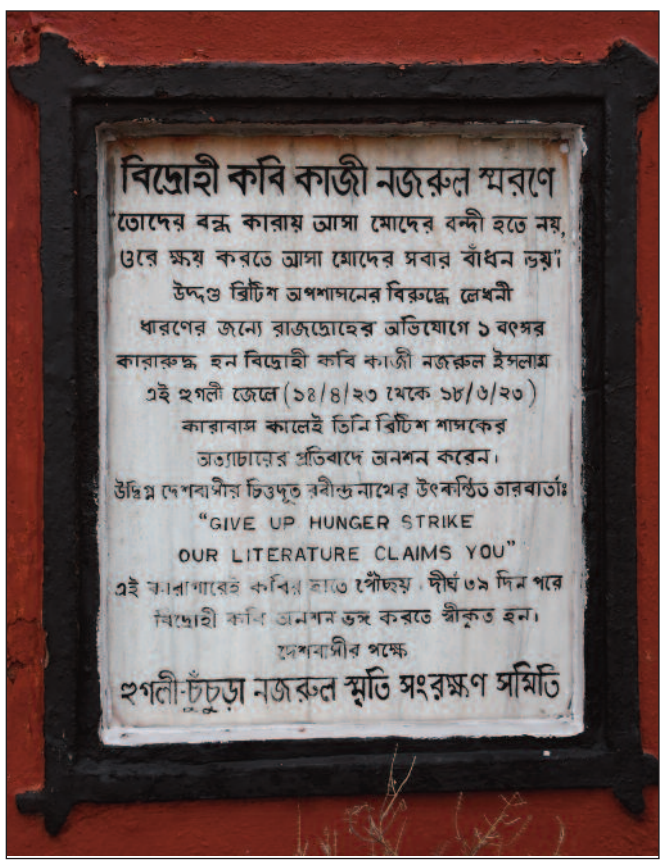

ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে নলিনীবাবু জেলখানার দিকে তাকিয়ে হাত মুখ নাড়ছেন। সাথে সাথেই সেখানে এসে হাজির হলেন এক পাহারাওয়ালা। কাঁচুমাচু মুখের নলিনীবাবুকে পাহারাওয়ালাই নামিয়ে আনলেন পাঁচিল থেকে। সাথে গঙ্গাও এলেন তার জোয়ার নিয়ে। হঠাৎ বাঁধভাঙ্গা জনতার জোয়ারে ভরে উঠেছিলো সেই চত্বর। সেই ভীড়ে হামিদ, সিরাজ, মনোতোষ, শৈলেনও ছিলেন।

তারই মাঝে নলিনীবাবুর জামার কলার ধরে থাকা পুলিশটিকে তিনি বলছেন, ‘আমরা সরকারের দুশমন নই-দোস্ত। আমাদেরই এক দোস্ত — বহুত বড়া আদমী, সে অনশন করছে। সে যাতে খাওয়া-দাওয়া করে, জেলের নিয়ম মেনে চলে — তাই বলতে এসেছিলাম তাকে’।

সব শুনে হৈ-হল্লার মাঝে সিপাই বললো, ‘জলদি ভাগো বাবু, নেই তো হামারা নোকরি যায়েগা’।

গা ঝাড়া দিয়ে নলিনীবাবু বেরিয়ে এসে পবিত্রবাবুকে বললেন, ‘আরে কে জানে ভাই, ওপাশে বারো হাত লম্বা জলভরা ডোবা। আর তুমি তো পাঁচিলে তুলে দিয়ে কাঁধ সরিয়ে নিয়ে পালিয়েছো। আমি না পারি এদিকে আসতে না পারি ওদিকে যেতে। তবু শেষ পর্যন্ত ছেলের দল এসে পড়েছিল, তাই রক্ষে, তাদের হৈ-হল্লায় ব্যাটা সেপাইকে ভালোমানুষী করতে হলো’।

‘আসল যে কথা, কাজীকে পেলেন’? এর উত্তরে তিনি জানান, ‘পেলাম কিন্তু কাজ হল না। আমি যত মুখ হাত দিয়ে খাবার ইশারা করি, ও তত হাত মুখ নেড়ে অস্বীকার জানায়। খুবই দূর্বল হয়ে গেছে এ ক'দিনে। কি যে করবো ভেবে পাচ্ছি না।’

এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, শিলং এ রবিঠাকুরের কাছে চিঠি লেখা হবে তিনি কাজীকে অনশন ভাঙ্গতে অনুরোধ করবেন।

কিন্তু বিধিবাম। কবিগুরু যা লিখলেন তাতে আরও অসহায় বোধ করলেন সকলে। তিনি লিখেছিলেন, ‘আদর্শবাদীকে আদর্শ ত্যাগ করতে বলা তাকে হত্যা করারই সামিল। অনশনে যদি কাজীর মৃত্যুও ঘটে তাহলেও তার অন্তরের সত্য ও আদর্শ চিরদিন মহিময় হয়ে থাকবে’।

এরপরেও নজরুলের অনশন ভঙ্গ করতে রবীন্দ্রনাথ একটি টেলিগ্রাম করেছিলেন। সে কথা কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘নজরুল ইসলামকে প্রেসিডেন্সি জেলের ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম, ‘গিভ আপ হাঙ্গার স্ট্রাইক - আওয়ার লিটারেচার ক্লেইমস ইউ’। জেল থেকে মেমো এসেছে, ‘দ্য এ্যাড্রেসি নট ফাউন্ড। অর্থাৎ, এরা আমার বার্তা ওকে দিতে চায় না, কেন না, নজরুল প্রেসিডেন্সি জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয়ই জানে সে কোথায় আছে। অতএব নজরুল ইসলামের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না।’ (চিঠিপত্র - দ্বিতীয় খন্ড, ১৩৪৯,৭৪ পৃষ্ঠা)। অথচ জেলের বাইরের ফলকটিতে ‘এই কারাগারেই কবির হাতে পৌছয়, দীর্ঘ ৩৯ দিন পরে বিদ্রোহী কবি অনশন ভঙ্গ করতে স্বীকৃত হন।’ বলে যে তথ্যটি রয়েছে সেটির সত্যতা প্রশ্ন চিহ্ন রেখে যায়।

আমরা ফিরে আসি আবার নজরুলের অনশন ভঙ্গে। এরপর সকলে মিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে গেলেন। নজরুলের দাবি জেল কর্তৃপক্ষকে মেনে নেওয়ার জন্য দেশবন্ধু জনসভা আহ্বান করলেন। এদিকে লাগাতার অনশনে নজরুল তখন শুকিয়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় বেসরকারী জেলপরিদর্শক স্যার আবদুল্লা সুরওয়ার্দিকে হুগলিতে আসার জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি যাতায়াতের মোটর গাড়ীর ব্যবস্থা করতে বললেন। অবশেষে অক্ষমতা জানিয়ে যোগাড়যন্ত্র করে ত্রিশটি টাকা হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিলো।

সুরওয়ার্দি এলেন হুগলিতে আর সেইদিনই গোলদিঘীর জনসভায় দেশবন্ধু, অতুল সেন, হেমন্ত সরকার, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী একযোগে দাবী তুললেন ‘নজরুলকে বাঁচানো বাংলাদেশ ও সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজন। কতৃপক্ষকে বাধ্য করতে হবে নজরুল যাতে অনশন ভঙ্গ করেন’। কিন্তু জনসভার দাবি আইনসভার লালফিতাতে বন্দী। এদিকে সুরওয়ার্দি ফিরে এসেছেন ব্যর্থ হয়ে।

একটা চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে বেশ কিছুদিন বাদে বত্রিশ নং কলেজষ্ট্রীটে খবর এলো নজরুলের মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবী চাটগাঁ মেলে তিনি কুমিল্লা থেকে আসছেন বলে বীরেন সেনকে তার করেছেন।

পবিত্রবাবু বীরেনকে সাথে নিয়ে পৌঁছলেন ষ্টেশনে, পরেরদিন সকালে হুগলি জেলে দেখা করার দরখাস্ত করার সাথে সাথেই শুধুমাত্র বিরজাসুন্দরী দেবীই অনুমতি পেলেন।

ঘন্টাখানেক বাদে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বললেন ‘খাইয়েছি পাগলকে। কথা কি শোনে! মড়ার মতো নেতিয়ে পড়েছে শরীর, ওর গলা চি চি করছে। কিন্তু কথা কি তবু শোনে! বলে, না, অন্যায় আমি সইবো না। শেষ পর্যন্ত আমি হুকুম দিলাম। ‘আমি মা, মায়ের আদেশ সব ন্যায় অন্যায়ের উপরে। চুপ হয়ে গেল সে। তারপর বললে ‘দাও কি খেতে দেবে? নিজের হাতে করে নেবুর রস খাইয়ে এসেছি’।

এরপর দু'জন কারারক্ষীর কাঁধে ভর দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এসে হুগলি জেলখানার ফটকের ওপারে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আগন্তুক দু'জনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ‘তোমাদের সঙ্গে দেখা না করে পারলাম না। যা, আর ভাবনা করিস না। লক্ষ্মী ছেলের মত থাকবো বাকি ক'টা দিন। আর কবিতা লিখবো। বলিস সবাইকে ‘কাজী এবার থেকে অতি বাধ্য কয়েদী’।

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা: বিশ্বনাথ দত্ত সম্পাদিত ‘নজরুল স্মৃতি’ ও জনস্বার্থ বার্তা, ৩০ সংখ্যা, পার্থ চট্টোপাধ্যায়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রেমালের পর সুন্দরবনবাসীর পাশে টিএমসি-বিজেপির প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুন্দরবন: সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে তৃণমূলের প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলাম ও বিজেপির রেখা পাত্র। রেমালের দাপটের পর হিঙ্গলগঞ্জ সন্দেশখালির নদীবাঁধ পরিদর্শন পাশাপাশি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী আর সন্দেশখালিতে তৃণমূল প্রার্থী। ধামাখালি সরবেড়িয়া বেরমজুর বিভিন্ন এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূল প্রার্থী শেখ হাজি নুরুল ইসলাম সঙ্গে ছিলেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র হিঙ্গলগঞ্জের স্বরূপকাঠি, দুলদুলি ও সন্দেশখালি

একাধিক এলাকায় ভরাকোটালে নদীর জল বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে। বেশ কিছু নদীবাঁধ প্লাবিত হয়ে গ্রামের মধ্যে নোনা জল ঢুকতে শুরু করেছে। ওই সব এলাকার পরিদর্শনে এলেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের

বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র।

তিনি বলেন, 'সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা থেকে ফোন করে তাঁকে জানানো হচ্ছে। নদীর বাঁধ উপচে গ্রামের মধ্যে নদীর নোনা জল ঢুকেছে। সে কারণে বেশ কিছু মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছে। তাই তাদের সঙ্গে দেখা করে একটি হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হল কারও কোনও অসুবিধা হলে ফোন করলে তাঁদের পাশে সমস্ত রকম ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব।' গোটা সুন্দরবন জুড়ে দমকা হাওয়া ও বৃষ্টির ফলে প্রশাসনের তরফ থেকে সমস্ত ঘাটের ফেরি ও ভেসেল পরিষেবা পুরোপুরি স্তব্ধ রাখা হয়েছে। যেহেতু নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় নদীতে পারাপার হওয়া পুরোটাই ঝুঁকিপূর্ণ। বেশকিছু গাছ উপড়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ খুঁটি ভেঙেছে। তবে ঝড়ের কারণে মৃত্যুর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। সময় যত গড়াচ্ছে ততই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে।

রেমালে বেসামাল বর্ধমানের কেতুগ্রাম, রায়না, পূর্বস্থলী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয় শেষ ২৪ ঘণ্টায় ঝড় বৃষ্টিপাত হয়েছে ২৪.৩ মিলিমিটার। সোমবার বিকেল পর্যন্ত চারটি ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেমন কেতুগ্রাম এক, কেতুগ্রাম দুই, রায়না দুই এবং পূর্বস্থলী ২ ব্লক।

এছাড়াও ৩১টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে ২১৬ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে এবং দুর্ভাগ্যজনক ভাবে দু'জন মানুষ মারা যান তরিতাদহ হয়ে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় একটি মাত্র পশু মারা গিয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। এছাড়াও জেলা জুড়ে ৪৩টি বাড়ির অল্প বিস্তর ক্ষতি হয়েছে এবং পাঁচটি বাড়ির পুরোপুরি ক্ষতি হয়েছে সেগুলো রায়না ২ ব্লকে। ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রিপল সহ জামাকাপড় বিলি শুরু হয়েছে।

জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর থেকে আরও জানানো হয়, রেমাল ঘূর্ণিঝড় রবিবার মাঝ রাতে আছড়ে পড়েছে এবং তারপর থেকে পুরো বর্ধমান জেলায় হালকা ঝোড়ো হাওয়া কখনও কখনও ঝড়ের দাপট কিছুটা বেড়েছে। সোমবার ভোরবেলা থেকে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি দফায় দফায় হয় এবং আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির প্রকোপ কিছুটা হলেও কমবে বলে আইএমডি সূত্রে জানা গিয়েছে। সোমবার রাতের পর থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দু'জনের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাত ১টা নাগাদ রায়গঞ্জ শহরে দেহশ্রী মোড়ে। মৃতরা হল অভিজিৎ সরকার (৩৫) ও অরূপ কুমার কুন্ডু (৩৭)। অভিজিতের বাড়ি রবীন্দ্রপল্লিতে। অপরদিকে অরূপ বন্দরের বাসিন্দা। দেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। ঘটনায় আহত একজন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, একটি বাইকে ২ আরোহী প্রচণ্ড গতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অরূপ কুন্ডু নামে ওই পথচারীকে ধাক্কা মেরে রাস্তার ডিভাইডারে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়।

“ফর্ম নং আইএনসি-২৬”
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০ অনুসারে]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ

কেন্দ্র সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিয়ন এর সমক্ষে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০-এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) এর বিষয়ে

এবং

ফেইথফুল কমার্শিয়াল লিঃ যার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা-বৃন্দাবন গার্ডেন, বিল্ডিং নং বি-৫, ৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ১ এবং ২, ৯৮, ক্রিস্টোফার রোড কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৪৬ -এর বিষয়ে ....আবেদনকারী

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'উত্তরপ্রদেশ রাজ্য' -তে তাদের রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনে সমর্থ হওয়ার জন্য ১৮ই মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তে কোম্পানির মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের বদলে নিশ্চিতকরণ চেয়ে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি দরখাস্ত করার মনস্থ করেছে।

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তিনি তা জানাতে পারেন ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পেশ করে এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বা ডেলিভারির কারণ বা রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ তাঁর (পুং/স্ত্রী) আপত্তি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত যাতে থাকবে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন এবং বিরোধিতার কারণ দেখিয়ে আঞ্চলিক অধিকর্তার কাছে, নিজাম প্যালেস, ২ - এমএসও বিল্ডিং, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় এই নোটিস মুদ্রিত হওয়ার তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে, সঙ্গে একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানিকে তাঁদের রেজিস্টার্ড অফিসে নিম্নে বর্ণিত ঠিকানায় :

রেজিস্টার্ড অফিস: বৃন্দাবন গার্ডেন, বিল্ডিং নং বি-৫, ৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ১ এবং ২, ৯৮, ক্রিস্টোফার রোড কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৪৬

মেসার্স ফেইথফুল কমার্শিয়াল লিঃ
এর পক্ষে এবং জন্যে
স্বা-
স্বা/- সুমিত রুংটা
(ডিরেক্টর)
DIN: 01321766
ঠিকানা: ২০৭, সরাফ রেসিডেন্সি, বেটিয়াহাটা, গোরখপুর, উত্তরপ্রদেশ-২৭৩০০১

তারিখ: ২৭.০৫.২০২৪
স্থান: কলকাতা

রেমালের প্রভাবে মানিকচকের গঙ্গায় বন্ধ জলযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব পড়ল মালদার মানিকচকের গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায়। সোমবার সকাল থেকেই মালদায় বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া শুরু হওয়াতেই মানিকচকের গঙ্গাঘাটে সমস্ত রকম নৌ-যান বন্ধ রাখা হল। এমনকি যাত্রীবাহী লঞ্চও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। মালদার মানিকচকের গঙ্গা নদীর ওপারে রয়েছে ঝাড়খণ্ডের রাজমহল এলাকা। প্রতিদিনই অসংখ্য যন্ত্রচালিত নৌ-যান এবং বড় ধরনের লঞ্চ এই গঙ্গা নদী দিয়েই পারাপার হয়। অসংখ্য যাত্রী এবং বিভিন্ন ধরনের ভারী যানবাহন লঞ্চে করেই মানিকচক থেকে রাজমহল আবার রাজমহল থেকে মানিকচকে যাতায়াত করে। কিন্তু প্রবল হাওয়া এবং তার সঙ্গে বৃষ্টির জেরেই এদিন সকাল থেকেই মানিকচকের গঙ্গাঘাটে সমস্ত রকম জলযান বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করে জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি এদিন সকাল থেকেই কন্ট্রোল রুম খোলা হয় জেলা প্রশাসনিক ভবনে। সাত সকালেই মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া চলে আসেন কালেক্টরেট বিল্ডিংয়ে। ঝড়ের প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন ব্লকের পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন জেলাশাসক।

মানিকচকের শংকরটোলা ঘাটের নৌ চালকদের দাবি, ঘূর্ণিঝড়ের জন্যই এদিন খেয়া পারাপার বন্ধ রাখা হয়েছে। নৌকা, লঞ্চ সহ কোনও রকমের জলযান এদিন চলাচল করেনি। এদিন দুপুরে ঝোড়ো বাতাস ও বৃষ্টির মধ্যে আচমকা মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে পূর্ণবয়স্ক একটি গাছের ডালের বড় অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। বিষয়টি জানতে পেরেই দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা এসে সেই গাছের ডাল প্রশাসনিক ভবনের রাস্তা থেকে তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করেন। ধান, গম, পাট সহ বেশ কিছু সবজি ও ফসলে ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব পড়তে পারে বলে জানিয়েছে জেলা কৃষি দপ্তর।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব মালদায় সে ভাবে পড়েনি। সোমবার সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে। সামান্য বাতাস রয়েছে। জেলার কোনও অংশে তেমন কোনও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি।

মোবাইল চোর সন্দেহে যুবক ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মোবাইল চোর সন্দেহে এক যুবককে মালদা টাউন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে গ্রেপ্তার করল জিআরপি। সোমবার সকালে এই ঘটনার পর দুপুরে ধৃত ওই যুবককে মালদা আদালতে পেশ করেছে জিআরপি। মালদা টাউন স্টেশন জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম অজয় বারুই (২০০)। তাঁর বাড়ি বর্ধমানের সীতারামপুরে। চলন্ত ট্রেন ও প্ল্যাটফর্ম থেকে একাধিক মোবাইল চুরির অভিযোগ রয়েছে দ্রুত যুবকের বিরুদ্ধে। অনেকেই ট্রেনে উঠে ঘুমিয়ে পড়লে দুষ্কৃতীরা সেই সুযোগে মোবাইল হাতিয়ে নেয়। এধরনের একটি চক্র কাজ করছে বলে অনুমান রেল পুলিশের। এদিন মালদা টাউন স্টেশনে সন্দহজনক ভাবে ওই যুবককে ঘোরাফেরা করছিলেন। তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেও সন্তোষজনক উত্তর না মেলায় গ্রেপ্তার করা হয় ওই যুবককে। ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে পুরনো মামলা রয়েছে বলেও রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN: L45201WB1996PLC077451
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪০৯, স্বায়িকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.)৭০০০০১, ফোন: ০৩৩-২২৩৪৩৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com, **ইমেল:** info@dynamicarchistructures.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (ইপিএস ছাড়া টাকার অঙ্ক কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত/চলতি বর্ষ সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ অর্থাঙ্ক/পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত পূর্ববর্তী বর্ষের
		৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৩
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.৭৯	৭.০১	০.১৬
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে #)	(০.১৬)	৫.৪০	(০.৫৬)
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	(০.১৬)	৫.৪০	(০.৫৬)
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	(০.২০)	৪.৭৯	(০.৫৩)
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী)এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয়(করের পরে)]	(০.২০)	৪.৭৯	(০.৫৩)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)			
	১. মৌলিক :	(০.৩৯)	৯.৫৭	(১.০৬)
	২. মিশ্রিত :	(০.৩৯)	৯.৫৭	(১.০৬)

দ্রষ্টব্য :
ক উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com -এ পাওয়া যাবে।
খ #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা ইন্ড এএস রুলস অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পোরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর (DIN- 00581351)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৭.০৫.২০২৪

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ
রেজিঃ অফিস : "বৈভব" (৪এফ), ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN No: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪৪, ফ্যাক্স নং: ০৩৩-২২৮৭-৪০৪২, ২২৪০-৬৮৮৪
ই-মেল আইডি : smifscap@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.smifscap.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ৩১.০৩.২০২৪ সমাপ্ত চলতি সময়কালের জন্য বর্ষ থেকে তারিখের অর্থাঙ্ক (নিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ৩১.০৩.২০২৩ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ৩১.০৩.২০২৪ সমাপ্ত চলতি সময়কালের জন্য বর্ষ থেকে তারিখের অর্থাঙ্ক (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ৩১.০৩.২০২৩ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি সূত্রে মোট আয় (নিট)	৭৮২.৭৭	২৩,৯৬৭.৮৫	১,১৬৩.৭৮	৭৮৬.৬০	২৩,৯৮৬.৪৬	১,১৬৮.৩০
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ববর্তী	৯০.৪৪	৩২৯.২৪	৪৫.৯৫	৮৯.৮৩	৩২৯.৩৪	৪৬.৯৬
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য	৬৭.৫০	২৪১.০৯	৪২.২৫	৬৫.৬৬	২৪০.৯০	২৭.৬৭
মোট আনুপঙ্খিক আয় সময়কালের জন্য {লাভ/(ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য এবং অন্যান্য আনুপঙ্খিক আয় করের পরে এর জন্য}	(১৭.৭৮)	১,১৬০.১২	(৮৯.২২)	(১৮.১৮)	১,১৫৪.৬৮	(৮৮.২৮)
চুকিয়ে দেওয়া ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	৫৫৮.৫	৫৫৮.৫	৫৫৮.৫	৫৫৮.৫	৫৫৮.৫	৫৫৮.৫
শেয়ার-পিছু আয় (ইপিএস) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
ক) মৌলিক (টা.)	১.২১	৪.৩২	০.৭৬	১.১৮	৪.৩১	০.৫০
খ) মিশ্রিত (টা.)	১.২১	৪.৩২	০.৭৬	১.১৮	৪.৩১	০.৫০

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের জন্য স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফম্যার্টের সারাংশ। এই আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com -এ।

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ-এর পক্ষে
কিশোর শাহ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৭.০৫.২০২৪

সূর্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড
CIN: L65921WB1980PLC033204
রেজি অফিস ১৪/১ বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা পর্ব ৭০০০০১ ভারত
ইমেল: slj2200@gmail.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বর্ষের স্ট্যান্ডালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত (লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	০.১৮	২১.৮০	০.৬৯
২.	নিট লাভ (ক্ষতি) তিন মাস / বর্ষের (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	(০.৭৭)	১৬.৯৫	(০.৬১)
৩.	নিট লাভ (ক্ষতি) তিন মাস / বর্ষের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(০.৭৭)	১৬.৯৫	(০.৬১)
৪.	নিট লাভ (ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(০.৮২)	১৬.৮৭	(২.২৩)
৫.	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [লাভ (ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	(০.৮২)	১৬.৮৭	(২.২৩)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী			
৮.	৮ শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (কারবার চালু এবং বন্ধের সময়ের)- মুল : মিশ্র :	(০.৪১) (০.৪১)	৮.৪৩ ৮.৪৩	(১.১১) (১.১১)

দ্রষ্টব্য :
ক) উক্ত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট http://suryaindustrialdevelopments.in.net থেকে পাওয়া যাবে।
খ) ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফল ইন্ড এএস অনুযায়ী অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক ২৭ মে ২০২৪ তারিখের সভায় অনুমোদিত।
গ) ৩১ মার্চ ২০২৪ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের চিত্রগুলি হল ৩১ শে মার্চ, ২০২৪ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৩ সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং শেষ হওয়া নয় মাসের জন্য প্রকাশিত বছরের থেকে তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র প্রাসঙ্গিক বছর যা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে ছিল।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
সত্য নারায়ণ সুরেকা
(DIN: 00567139)
ডিরেক্টর

তারিখ : ২৭ মে, ২০২৪
স্থান: কলকাতা

এসবিআই, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর
৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ- ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২০

দখল বিজ্ঞপ্তি, (স্থাবর সম্পত্তির জন্য), পরিশিষ্ঠ, [রুল ৮(১)]
এ/সি. নং. ৩৯১০১৯৬১১০০ (এইচবিএল), ৩৯১০২৪৭৬৫৪৪(এসবিআই সুরক্ষা), ৩৯২১২৮৯৪৭৮২ (টপ-আপ-১) এবং ৪০৭২৫০৮৩৬৫৬ (টপ-আপ-২)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ১৬.০৩.২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **ঋণগ্রহীতা শ্রী অভিজিৎ বণিক, পিতা- জীবন বণিক ও সহ-ঋণগ্রহীতা- শ্রীমতী শিবানী বণিক,** স্বামী- জীবন বণিক ঠিকানা-বৈষ্ণব বাগান, পোস্ট- পাটুলিয়া, খড়দহ (মি) থানা- খড়দহ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১৯ -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত **১৮,৭১,০৭৭.৩৭ টাকা (আঠারো লক্ষ একাত্তর হাজার সাতাত্তর টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র) ১১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** সেইসঙ্গে আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **২৪ মে,২০২৪** তারিখে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ -এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১৮,৭১,০৭৭.৩৭ টাকা (আঠারো লক্ষ একাত্তর হাজার সাতাত্তর টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র) ১১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** সেইসঙ্গে আরও সুদ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং /বা জামিনদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা- পাটুলিয়া, জেএল নং- ৪, আরএস নং - ৬৬, তৌজি নং ৬, আরএস দাগ নং ৩০৫, এলআর দাগ নং ৬৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৩৩৪, পাটুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্লট নং '১/বি', থানা- খড়দহ, জেলা উত্তর ২৪ পরগণায় অবস্থিত তথায় যেকোন নির্মাণের সহ কমবেশি ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
যার দলিল নং ০৬১২০, বই নং আই, সিডি ভলিউম নং ২১, পৃষ্ঠা ২৬৬ থেকে ২৭৬ সাল-২০০৯ এডিএসআরও ব্যারাকপুর।
সম্পত্তিটি শ্রীমতী শিবানী বণিকের নামে আছে, স্বামী- জীবন বণিক।
সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- প্লট নং- '১/এ', দক্ষিণে- পঞ্চায়েত রোড, পূর্বে- ১০'-০" ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিমে- পরেশ চন্দ্র ও সুনীল বসুর সম্পত্তি দ্বারা ।

দ্রষ্টব্য: দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ২৪.০৫.২০২৪ | **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: ব্যারাকপুর | **এসবিআই, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর**

শালিমার ওয়্যারস্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩
টেলি: ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, **ফ্যাক্স:** ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০,
ই-মেল আইডি : kejriwal@shalimarwires.com, **ওয়েবসাইট:** www.shalimarwires.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৪) নিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৩) নিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২৩) অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৪) নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৩) নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,৪২১.২২	৩,১০৬.৬৩	২,৯৩৪.৭৯	১২,৮৫০.৩৭	১২,০৭৯.৯৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(২০৮.১৯)	(১৮২.০৬)	(১০৯.৯২)	(৫১.১৮)	৫১.৬৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১০.৩৯)	৪১৯.২২	(১০৯.৯২)	১৪৬.৬২	৬৫২.৯২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১০.৩৯)	৪১৯.২২	(১০৯.৯২)	১৪৬.৬২	৬৫২.৯২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী)সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়]	৪৪.৭২	৪০৩.৪২	(১০৯.৯২)	২০১.৭২	৬৩৭.১২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)					
	মৌলিক :	(০.০২)	০.৯৮	(০.২৬)	০.৩৪	১.৫৩
	মিশ্রিত :	(০.০২)	০.৯৮	(০.২৬)	০.৩৪	১.৫৩

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের ফর্ম্যাট ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। কোম্পানির ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shalimarwires.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-র ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল খৈতান
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN No. 00385961

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭ মে, ২০২৪

ঘূর্ণিঝড়ে ভদ্রেশ্বরে দোতলা বাড়ির একাংশ ভেঙে আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভদ্রেশ্বর: রবিবার রাতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে দোতলা বাড়ির একাংশ। সেই সময় পাশের বাড়িতেই ছিলেন পরিবারের সকলে। ভদ্রেশ্বর তেলিনিপাড়ার বাবুরবাজারে ৭ নং ফেরিঘাট স্ট্রিটের পরিবার নিয়ে বসবাস করেন তরুণ পাড়ুই। সেখানে বাড়ির একাংশ ভেঙে ইটের টুকরো ছিটকে এসে ঘটনায় আহত হন তরুণের স্ত্রী শুকতারা পারুই। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাড়ির নীচে থাকা তিনটি সাইকেল ও একটি বাইক চাপা পড়ে যায়। পরিবারের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন। তরুণের বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। যদিও পরিত্যক্ত বাড়িটি বেশ পুরনো। খবর পেয়ে সোমবার সকালে যায় ভদ্রেশ্বর পুরসভার কর্মীরা গিয়ে উদ্ধার কাজে হাত লাগান। তরুণ পাড়ুই বলেন, 'রাতে ঘুমোচ্ছিলাম সে সময় হঠাৎ একটি বিকট শব্দ শুনে দেখি পাশের বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়েছে আমাদের বাড়ির ওপর। একাধিকবার জানিয়েও কোনও রকম ব্যবস্থা করেনি। আমার নিজের ঘরেও ফাটল ধরেছে। স্ত্রীর মাথায় আঘাত লেগেছে। আমাদের ক্ষতিপূরণ লাগবে।'

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্সিয়া সার্ভিসেকে। (পূর্বে, এল&টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
H0054127082105 2211 এবং KOLHL20000028	1. মেসার্স কুমার অ্যান্ড কো.(এর মালিক দীপক কুমারের মাধ্যমে) 2. দীপক কুমার 3. তানু কুমার 4. মার্টিন কুমার	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ: 10/05/2024 এনপিএ তারিখ: 01/04/2024	টা. 28,95,429.09/- (টাকা আঠাশ লাখ পাঁচানব্বই হাজার চারশ ঊনতিরিশ এবং নয় পয়সা) তারিখ 08/05/2024 অনুসারে	**তালিকা – I** সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির জমির পরিমাপ হল 3 কাঠা, 4 ছটাক 36 বর্গ ফুট যার ওপর স্ট্রাকচার দাঁড়িয়ে আছে যার অবস্থান মৌজা জোরহাট-এ, জে.এল. নং.30, আর. এস. খতিয়ান নং.44, এল.আর. খতিয়ান নং 3068, আর.এস. দাগ নং. 289/2026, 289, 290, এল.আর. দাগ.নং 324, 325, 326, পুলিশ স্টেশন-সাঁকরাইল,জেলা হাওড়া জোরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতায়। সীমানা: পূর্ব – দীলিপ কুমার-এর সম্পত্তি; পশ্চিম – নিতাই চন্দ্র কুমারের সম্পত্তি; উত্তর – সম্পত্তির দাগ নং. 301; দক্ষিণ – 6 ফুট কমন প্যাসেজ

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

তারিখ: 28-05-2024
স্থান: কলকাতা

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L01113WB1990PLC050020
রেজিস্টার্ড অফিস: "ইকোস্টেশন", ব্লক-বিপি, প্লট নং -৭, সেক্টর-৫, স্যুট নং - ৫০৪, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১ ফোন-(০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫/ +৯১ ৮৪২০০ ৪৭৮০১
ই-মেইল: calcutta@acknitindia.com, ওয়েবসাইট: www.acknitindia.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("দ্য কোম্পানি"), কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("অ্যাক্ট") এর ধারা ১১০ এবং এক্ট এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ ("রুলস") এর রুল ২০ এবং ২২ অনুসারে এবং সময় সময় সংশোধিত হিসাবে এবং এর সঙ্গে পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, তারিখ- ৮ এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ -১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং প্রাসঙ্গিক সার্কুলার সহ পঠিত ও তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ-২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ যা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") দ্বারা জারি করা হয়েছে, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া জারি কৃত সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ('এসএস-২') এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা আপাতত এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ বলবৎ) অনুসারে, পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ("ই-ভোটিং/ রিমোট ই-ভোটিং") ভোট দেওয়ার মাধ্যমে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে মিঃ শ্রী কৃষাণ সরাফ (DIN: 00128999) এর পুনঃনিযুক্তির জন্য বিশেষ রেজোলিউশনের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চাইছে ।

কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। মিজ রেখা গোয়েঙ্কা (রেখা গোয়েঙ্কা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের স্বত্বাধিকারী; সদস্য সংখ্যা-FCS ১২৫৯০) সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে ২৭ মে, ২০২৪ তারিখে সেই সমস্ত সদস্যদের নোটিশ পাঠিয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত এবং যাদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে শুক্রবার, ২৪ মে, ২০২৪ ("কাট-অফ তারিখ") পর্যন্ত ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বেনিফিসিয়াল মালিকদের রেজিস্টারে নিবন্ধিত আছে । সদস্যদের সম্মতি/অসম্মতির যোগাযোগ শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে হবে। কোনো ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে তার এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।

বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.acknitindia.com, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে এবং এনএসডিএলএর ওয়েবসাইট www.evoting,nsdl.com এ পাওয়া যাবে।

রিমোট ই-ভোটিং বৃহস্পতিবার, ৩০ মে, ২০২৪ সকাল ০৯.০০ টা (আইএসটি) শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৮ জুন, ২০২৪-এ বিকাল ০৫.০০ টা (আইএসটি) এ শেষ হবে। তারপরে এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং মডিউল অক্ষম করা হবে। শুধুমাত্র সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের যাদের নাম কাট অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টার/ বেনিফিসিয়াল মালিকদের নিবন্ধনে নিবন্ধিত রয়েছে তারা তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। উল্লিখিত ই-ভোটিং মডিউলের বাইরে প্রাপ্ত কোনো ভোট অনুমোদিত হবে না এবং তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা www.evoting.nsdl.com-এর 'ডাউনলোড' বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করুন বা evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠান বা টেলিফোন নম্বরে কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী রবি কুমার বাহলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫ তে অথবা কোম্পানিকে cs@acknitindia.com-এ ইমেল পাঠান।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল বিএসই লিমিটেড এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে ই-ভোটিং শেষ হওয়ার ২ কার্যদিবসের মধ্যে জানানো হবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত করা আছে, এছাড়াও ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.acknitindia.com, বিএসই লিমিটেড এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ আপলোড করা হবে।

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা/-
রবি কুমার বাহল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৭.০৫.২০২৪

মোটা টাকায় বাহিনীর সঙ্গে ইভিএম পালটানোর ছকে অভিযুক্ত পুলিশ

স্ট্রং রুমের সিসি ক্যামেরা বদলের দাবি সৌমিত্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: পুলিশ স্ট্রং রুমের সিসি ক্যামেরা বদল করে ইভিএম বদলের ছক কষেছিল, মোটা টাকার বিনিময়ে সঙ্গ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। স্ট্রং রুমে গিয়ে বিস্ফোরক বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লক্ষ্য করে অশালীন মন্তব্য।

এ রাজ্যের পুলিশ স্ট্রং রুমের সিসি ক্যামেরা বদল করে স্ট্রং রুমের ভেতরে থাকা ইভিএম বদলের ছক কষেছিল। মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে এই কাজে মদত দিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিষ্ণুপুর কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্ট্রং রুমে হাজির হয়ে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সরব হলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি

প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। বিষয়টি নিয়ে তিনি কমিশনেও অভিযোগ জানিয়েছেন।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর লোকসভার মানুষের রায় ইভিএম বন্দি হয়ে এখন রয়েছে বিষ্ণুপুর কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্ট্রং রুমে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এই স্ট্রং রুমের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। বাইরে মোতায়েন রয়েছে রাজ্য পুলিশ। স্ট্রং রুমে কড়া নজরদারি রেখেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও। সোমবার দুপুরে আচমকাই বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ স্ট্রং রুমের বাইরে হাজির হন। সেখানে হাজির হয়ে নিজের ফোন থেকে ফেসবুক লাইভ শুরু করেন।

ফেসবুক লাইভে তিনি অভিযোগ করতে থাকেন পুলিশ স্ট্রং রুমের সিসি ক্যামেরা বদল করে আসলে ইভিএম বদলের চেষ্টা করছে। স্ট্রং রুম চত্বরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের চোর চোর বলতে থাকেন। স্ট্রং রুমের পাশে থাকা একাধিক গাড়ি দেখিয়ে সৌমিত্র খাঁ দাবি করতে থাকেন ওই গাড়িতে করেই ইভিএম বদল করার ছক কষেছিল রাজ্য পুলিশ। মুহূর্তের মধ্যে সৌমিত্র খাঁর সেই লাইভ ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে।

পরে সৌমিত্র খাঁ একই দাব করে বলেন, 'এই চক্রান্তে সামিল ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীও। কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক কর্মীর নাম করে সৌমিত্র খাঁর অভিযোগ মোটা টাকার বিনিময়ে এই চক্রান্তে সামিল হয়েছেন ওই জওয়ান।' সৌমিত্র খাঁর এই বিস্ফোরক অভিযোগকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। সৌমিত্রকে পাগল, মাতাল ও কুকুর বলে উল্লেখ করে দাবি করেন, রবিবার নিজে স্ট্রং রুম দেখেও এমন অভিযোগ করেননি সৌমিত্র খাঁ। এদিন যখন নিজের হার সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন, তখন হতাশায় ভুগে হারের দায় নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে এসব মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

লোকসভায় মধুসূদন বাগকে সক্রিয় দেখে খুশি বিজেপি কর্মী সমর্থক, নেতৃত্ব

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

এবারের লোকসভা ভোটে আরামবাগ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাওয়ায় খুশি বিজেপি কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে বিজেপি নেতৃত্ব। এমনটাই দাবি। নিষ্ক্রিয় বিধায়কের তকমা মুচে ফেলে লোকসভা ভোটের প্রার্থী অরূপ দিগারের সমর্থনে মধুসূদন বাগ ভোটপ্রচার করেন এবং ভোটের দিনেও তিনি কর্মীদের পাশে থেকে ভোট পরিচালনা করেন। দলীয় প্রার্থী অরূপ দিগার ও বিমান ঘোষের সঙ্গে তাঁকে ভোটপ্রচার করতেও দেখা যায়। এমনকি তিনি ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের প্রচারের জন্য একক ভাবে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি করেন। আরামবাগ বিধানসভা জুড়ে প্রতিটি অঞ্চলে গিয়ে গৃহ সম্পর্ক করার পাশাপাশি পথসভা থেকে শুরু করে জনসভায় অংশ নেন।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে থেকেই আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিয়েছিল বলে দাবি। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের একদিকে ছিলেন বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ আর অন্যদিকে ছিলেন মধুসূদন বাগ। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থামেনি বলে অভিযোগ। এমনকি বিজেপির বহু রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা যায়নি। আর তা নিয়ে দলের অন্দরমহলে ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল। তৃণমূল তাঁকে ব্যর্থ ও নিষ্ক্রিয় বিধায়কের তকমা দিয়েছিল।

কেননা একদিকে বিধায়ক হওয়ার পর থেকেই শাসকদলের দাপটে একসময় তাঁকে ঘরে ঢুকে যেতে দেখা যায়। অথচ পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষকে দাপটের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের পাশে দেখা গিয়েছিল। তাই কর্মীরা বিধায়কের ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন বলে দাবি করে বিজেপির একাংশ। তাছাড়া রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের দাপটে বিধায়ক হিসাবে মধুসূদন বাগ সেই ভাবে কাজ করতে পারেননি বলে দাবি।

কিন্তু এই লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে একেবারে অন্য ভূমিকায় দেখা যায়। দক্ষ সংগঠক ও দলের বিধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচার যেমন করেন, তেমনই ভোটের দিন কর্মীদের পাশে থাকেন। বিমান ঘোষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই করেন। এই বিষয়ে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, 'বিধায়ক হিসাবে আরামবাগের মানুষ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছি। দলের নির্দেশ অনুযায়ী ভোট প্রচারে অংশ নিয়েছি।বিজেপি কর্মীরা খুব পরিশ্রম করেছেন। কোনও দিনেই বিমান ঘোষের সঙ্গে আমার গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল, তা আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন না। তিনি যতবার সভাপতি হয়েছেন, ততবারই তাঁর পাশে ছিলাম। এই ভোটেও তাঁর পাশে আছি। কোনও দিন কারও বিরুদ্ধাচারণ করিনি। দলের নির্দেশ মেনে চলেছি।' সবমিলিয়ে এবারের লোকসভা ভোটে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগের রাজনৈতিক সক্রিয়তা তৃণমূলকেও ভাবাচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীর বাড়িতে ডাকাতির ২৪ ঘণ্টায় উদ্ধার টাকা ও অলংকার, ধৃত ২

মাদকাসক্ত ছেলের জড়িত থাকার অনুমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা শহরের মাধবনগর এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার বিপুল পরিমাণ টাকা ও অলংকার। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই দুষ্কৃতীকে। এই ডাকাতির পরিকল্পনা শুনে রীতিমতো হতবাক হয়ে গিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। এই ডাকাতির ঘটনায় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীর মাদকাসক্ত এক ছেলে যুক্ত থাকার অনুমান করছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। ওই মাদকাসক্ত যুবক নেশামুক্তি কেন্দ্রে বসেই অন্যান্য বন্ধুদের দিয়ে নিজের বাড়িতেই ডাকাতির পরিকল্পনা করে থাকতে বলেও ধারণা পুলিশের।

এই ডাকাতির ঘটনায় পুরাতন মালদা থানা এলাকার দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ কুড়ি লক্ষ টাকা এবং পাঁচ ভরি সোনার অলংকার। আরও বিপুল পরিমাণ অলংকার ডাকাত দলটির বাকি সদস্যদের কাছে আছে বলেও প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, রবিবার ভোররাতে মালদা শহরের মাধবনগর এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী প্রকাশ কুমার সিংহের বাড়িতে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ছ' থেকে সাতজনের সশস্ত্র দুষ্কৃতী দল বাড়ির ছাদের দরজা ভেঙে ওই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীর বাড়িতে ঢুকে বিপুল পরিমাণ টাকা এবং প্রায় ৩০ ভরি সোনার অলংকার লুঠপাট করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানতে পারার পর ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ এবং এসআই গৌতম চৌধুরী নেতৃত্বে একটি তদন্তকারী টিম গঠন করা হয়। এরপরই শুরু হয় ডাকাত দলের খোঁজ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দু'জনের নাম সম্রাট দাস (২৪) তাঁর বাড়ি পুরাতন মালদা থানার রবীন্দ্রপল্লি এলাকায়। অপর জনের নাম দশরথ মণ্ডল (২৬) তাঁর

বাড়ি পুরাতন মালদার পুরসভার লেবুবাগান এলাকায়। এত দূর থেকে ইংরেজবাজার শহরের মাধবনগর এলাকার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীর বাড়ির ডাকাতি করার পরিকল্পনা কী ভাবে ধৃতেরা করল সে ব্যাপারেও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ডাকাতির পর যে মোটরবাইকটি ফেলে দুষ্কৃতীরা পালিয়েছিল, সেটির নম্বর ধরেই তদন্ত শুরু করে দশরথ মণ্ডলের খোঁজ পাওয়া যায়। তারপরেই সম্রাট দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও এই ঘটনায় আরও পাঁচ থেকে ছ'জন দুষ্কৃতী যুক্ত রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীর এক ছেলে মাদকাসক্ত। বর্তমানে তাঁকে একটি মালদার নেশামুক্তি কেন্দ্রে রেখে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। যে দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছে তারা ওই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীর ছেলের বন্ধু। তাঁরাও নাকি মাদকাসক্ত। তাঁরাও একসময় নেশামুক্তি কেন্দ্রে ছিলেন। ফলে পুলিশের ধারণা, নিজের বাড়ির টাকা সম্পত্তি লুঠ করার জন্যই ওই পুলিশকর্মীর ছেলেই হয়তো বন্ধুদের দিয়ে এই ডাকাতির ঘটনাটি ঘটিয়ে থাকতে পারে। যদিও পুরো বিষয়টি এখনই পরিষ্কার করতে জানায়নি পুলিশ। তবে গোটা ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মেমারিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, মৃত্যু বাবা ও ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দু'জনের। সোমবার সকালে মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে গোটা এলাকায়। এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা হলেন তরুণ সিং (৩০) ও ফড়ে সিং (৬৪)। মেমারির কুমোরপাড়ায় তাঁদের বাড়ি। মৃত দু'জন সম্পর্কে বাবা ও ছেলে।

সোমবার সকালে মেমারি থানার অন্তর্গত কুমোরপাড়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে পড়ে যায়। সকালে মাঠে কাজে যাচ্ছিলেন দু'জনই। সেই সময় প্রথমে একজনের বাবার পা বিদ্যুৎবাহী তারে লেগে গেলে ইলেকট্রিক শক খেতে দেখেই ছেলে তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তাঁদের দু'জনকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁদের দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই দু'জনের মৃত্যুর খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রামজুড়ে। দু'জনেরই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। অন্য দিকে গ্রামের মানুষ বিদ্যুৎ দপ্তরে খবর দিলে দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ করে ছিঁড়ে যাওয়া তার মেরামত করার কাজ শুরু করেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা।

মায়ের বকুনিতে অভিমানে আত্মঘাতী ১০ বছরের বালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বছর দশেকের বালকের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল। অণ্ডালের কাজোড়া মোড় মাঝিপাড়ার ঘটনা। মৃতের নাম মোহিত কুমার।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার অণ্ডালের কাজোড়া মোড় মাঝিপাড়ার বাসিন্দা বছর দশেকের মোহিত কুমার নামে এক বালক বন্ধুদের সঙ্গে দামোদর নদে স্নান করতে গিয়েছিল। নদ থেকে স্নান করে দেরিতে বাড়ি ফেরায় মোহিত কুমারের মা সোনি দেবী তাকে বকুনি দেয়। তার সারাদিন এভাবে ঘুরে বেড়ানোর কারণ জিজ্ঞাসা করে। এতেই অভিমানে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে মোহিত কুমার। নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় মোহিত বলে দাবি।

দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় অণ্ডালের একটা বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অণ্ডাল থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। এভাবে এক বালকের অভিমানে আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় শোকস্তব্ধ এলাকাবাসী। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মহিতের মা ও তার পরিবার।

স্থানীয় বাসিন্দা চন্দন সিং জানান, যে ভাবে মোবাইল দেখে দেখে এখ নকার দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বদ মেজাজি হয়ে উঠছে, তা আগামী দিনে ভয়ঙ্কর একটা অবস্থায় যেতে চলেছে। ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করার পাশাপাশি তিনি জানান, এখনকার দিনে মা-বাবাদের কাছে চরম সমস্যা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে অন্যায় করলেও তাদের বকুনি দেওয়া যাবে না। যদিও সবক্ষেত্রে সমান নয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এখনকার দিনের ছেলেমেয়েরা কম বয়স থেকেই অত্যাধিক অভিমানী ও রাগী হয়ে ওঠায় এই ধরনের ঘটনা বাড়ছে।

বালুরঘাট সদর হাসপাতালে শুরু হতে চলেছে কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি টেস্ট

অমরজিৎ সিংহ রায়

বালুরঘাট: উপাচারশালা এবং জরুরি বিভাগ সংক্রমণ মুক্ত রয়েছে কিনা সে বিষয়টি এখন থেকে জানা যাবে হাসপাতালের নিজস্ব পরীক্ষাগার থেকেই। এর জন্য আর বালুরঘাট সদর হাসপাতালকে অন্য সরকারি হাসপাতালের ওপরে নির্ভর করতে হবে না। এমনটাই জানিয়েছেন বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ। হাসপাতালের পরীক্ষাগারে অত্যাধুনিক পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, হাসপাতালের উপাচারশালা এবং জরুরি বিভাগ নিয়মমতো পরীক্ষা করা হয় যে তা কোনও জীবাণু সংক্রমণ হয়েছে কিনা। কিছুদিন অন্তরই নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এতদিন সেই নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হত পার্শ্ববর্তী জেলায় অবস্থিত মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পাশাপাশি এখন থেকে রোগীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা নমুনা হাসপাতালে নিজস্ব পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা হবে তাতে কী ধরনের জীবাণু রয়েছে। এর ফলে উপযুক্ত প্রতিষেধকের মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে।

উল্লেখ্য, এতদিন কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি টেস্টের নমুনা পরীক্ষার জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হত। সেখান থেকে নমুনা পরীক্ষা হয়ে তার রিপোর্ট পেতে বেশ কিছু দিন সময় লেগে যেত। সাধারণত যখন কোনও রোগ শনাক্ত করার পরেও ঔষুধে ভালো হয় না, তখন ব্যাকটেরিয়া সমৃদ্ধ ব্লাড, পুঁজ বা ইউরিনকে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়। ল্যাবে মাইক্রো বায়োলজিস্টরা সেই ব্লাড, ইউরিন বা পুঁজকে পরীক্ষা করে দেখেন। এখন থেকে সেই কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি টেস্ট জেলা হাসপাতালে করা সম্ভব হবে। এর ফলে উপকৃত হবেন জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা রোগী ও তাঁর পরিবারের লোকেরা।

এবিষয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ বলেন, 'এতদিন আমাদের এখ নে সেই পরিকাঠামো ছিল না। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সহযোগিতায় পরীক্ষাগারে পরিকাঠামো গত উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। মাইক্রো বায়োলজি বিভাগের সহযোগিতায় আমরা পরীক্ষা শুরু করেছি। প্রাথমিক পর্যায়ে এটা শুরু করা হয়েছে। আশা করছি পরবর্তীতে রক্ত, মূত্র, থ্রোট সোয়াব, কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি টেস্ট আমরা এখানে শুরু করতে পারব।'

যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাস উলটে মৃত ১, আহত ২৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ছোট গাড়িকে ধাক্কা মেরে রাস্তার ধারে উলটে গেল একটি বেসরকারি বাস। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে ছাতনার অদূরে জলট্যাঙ্কিগোড়া এলাকায়। ঘটনায় ছোট গাড়ির চালক মারা যান, বাসের বেশ কিছু যাত্রী আহত হয়েছেন। মৃতের নাম শ্যামাপদ গড়াই বয়স ৫২, বাড়ি বাঁকুড়ায়।

জানা গিয়েছে, এদিন পুরুলিয়া থেকে বর্ধমানগামী যাত্রীবোঝাই একটি বেসরকারি বাস বেপরোয়া গতিতে বাঁকুড়ার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় একই দিকে যাওয়া একটি সুইফট ডিজায়ার গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস ও ডিজায়ার গাড়ি একে অপরকে ধাক্কা মারে। ঘটনার পরই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উলটে যায়। ঘটনায় ডিজায়ার গাড়ির চালক মারা যান। বাসের ২৪ জন যাত্রীও আহত হয়েছেন। প্রথমে স্থানীয়রা ও পরে ছাতনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হুগলিতে চাষের জমি জলের তলায়, ব্যাপক ক্ষতি উত্তরপাড়ায়

পুরসভা কন্ট্রোল রুমে চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে ও সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে একেবারে জনজীবন বিপর্যস্ত হুগলির। জেলার প্রায় সর্বত্র গ্রামের পর গ্রাম চাষের জমি জলে ডুবে গিয়েছে। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে সবজি চাষে। পটল, তিল, বাদাম চাষ ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মাথায় হাত চাষিদের। সিঙ্গুর, হরিপাল এলাকার প্রচুর চাষের জমি জলের তলায়।

চাষিদের দাবি, এত বৃষ্টি হয়েছে যে পটল ঝরে পড়েছে, বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি হয়নি। তিল, বাদাম গাছগুলো সব জলের তলায় অন্যান্য সবজিও সব নষ্ট হয়ে গেল। এই অবস্থা বলাগড় ব্লক পাণ্ডুয়া ব্লক, চন্ডীতলা ব্লক, ধনিয়াখালি ব্লক, আরামবাগ মহকুমা এলাকার সব চাষের জমির একই অবস্থা। বৃষ্টির মধ্যে সারাদিন পুরো চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ঘুরে ঘুরে অবস্থা দেখ লেন ও জল বার করার চেষ্টা করলেন।

পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, 'ঝড়ের সময় সারারাত পুরসভায় কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছিল। সেখানে আমি এবং আমাদের টিম উপস্থিত ছিলাম। পরের দিন হিন্দমোটর, উত্তরপাড়া বেশ কিছু এলাকায় জল জমেছে পুরসভার পক্ষ থেকে পাম্প চালিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জল বার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখাশোনা করলাম। সাধারণ মানুষের পাশে আমরা আছি থাকব মুখ্যমন্ত্রী ও পাশে আছে।'

দিদিমণি মর্জিমতোই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলার অভিযোগ, প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডালের ধাণ্ডাডিহি এলাকার ৬৫ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, সেই কেন্দ্রের দিদিমণি তাঁর মর্জি মাফিক চালাচ্ছেন কেন্দ্রটি বলে অভিযোগ স্থানীয় অভিভাবকদের। প্রতিবাদে সোমবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা অভিভাবক সেলিনা বিবি ও সাদ্দাম শেখরা অভিযোগ করেন, এই কেন্দ্রের দিদিমণি প্রায়শই আসেন না, আর সে কারণেই এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে। পাশাপাশি খাবারের সঙ্গে সবজি থাকে না এবং খাবার খুব নিম্নমানের দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এছাড়াও ধাণ্ডাডিহি গ্রামে আরও যে সকল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি রয়েছে সেগুলি শনিবার খোলা থাকে, কিন্তু ব্যতিক্রম এই কেন্দ্রটি। কোনও রকম আগাম নোটিশ ছাড়াই প্রত্যেক শনিবার এই কেন্দ্রটি বন্ধ থাকে বলেও অভিযোগ।

সোমবার সকালবেলা এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে এলাকার অভিভাবকরা ভিড় জমান। যদিও এদিনও দিদিমণির উপস্থিতি নেই এই কেন্দ্রে বলে জানা যায়। স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম শেখ জানান, এভাবেই চলতে থাকলে আগামী দিনে এই দিদিমণির বিরুদ্ধে বিডিও তথা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানানো হবে।

পুরুলিয়ায় পালিত রোহিণী উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সোমবার ১৩ জৈষ্ঠ্য, এই বিশেষ দিনটিতে পুরুলিয়া জেলায় আনুষ্ঠানিক ভাবে আমন ধানের চাষের জন্য ধান বীজ রাখার জন্য রোহণী পরবের মধ্য দিয়ে পালিত হয় রোহিণী উৎসব।

এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে ধানের চারার জন্য বীজ রাখার কাজ শুরু করেন কৃষকরা। এই বিশেষ দিনটিতে এদিন সূর্য ওঠার আগেই বাড়ির মহিলারা বাড়ির চারপাশে দেওয়ালে গোবর দিয়ে দাগ কেটে দেন। তাঁদের বিশ্বাস, এর ফলে বাড়ির মধ্যে কোনও বিষাক্ত পোকা মাকড় প্রবেশ করতে পারবে না, এছাড়া কুনজর বাড়ির মধ্যে কেউ ফেলতে পারবে না। এর জন্যই এই বিশেষ দিনে এই কাজ করা হয়।

এছাড়া এদিন সকাল সকাল গ্রামের ছেলেরা বিশেষ বিশেষস্সাজে সেজে বাড়ি বাড়ি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে রোহনীর গান গেয়ে এই উৎসব পালন করে থাকে পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে।*পূর্বপুরুষদের প্রাচীন রীতি এবং আচার বিধি মেনে সোমবার ঘটা করে রোহিণী উৎসব পালিত হল*পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। জেলার রঘুনাথপুর মহকুমার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত ধানাড়া, গুরুডি, তারাপুর, সগড়কা সহ বিভিন্ন গ্রামে এই উৎসব পালন করা হয়। অন্যদিকে এই উৎসব জেলার প্রতিটি বিধানসভা এলাকাতে পালন করা হয়েছে এদিন। তবে এবছর এখনও তেমন ভাবে বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে কৃষকরা এখনও ধান বীজ রাখার জন্য জমিতে লাঙল দিতেই পারেননি।

বেলডাঙায় হিমাচলপ্রদেশের আপেল ফলিয়ে তাক স্কুল শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলডাঙা: বেলডাঙার মাটিতে হিমাচলপ্রদেশের তিন প্রজাতির আপেল ফলিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন স্কুল শিক্ষক রূপেশ দাস।

বেলডাঙা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাছাড়িপাড়ায় বাড়ি সংলগ্ন দেড় কাঠা বাগানে আপেল ছাড়া বিভিন্ন বিদেশি গাছ রয়েছে। সাড়ে তিন বছর আগে হিমাচলের একটি ফার্ম থেকে অনলাইনে দশটি আপেল গাছের চারা এনে লাগিয়েছিলেন। বাগানে সাতটি আপেল গাছ বেঁচে রয়েছে। গত বছরই প্রথম ফল এসেছিল। তবে সংখ্যা ও ফলের সাইজ কম ছিল। এবার প্রায় ১৫ কেজি আপেল ফলিয়েছেন বেলডাঙা পূর্ব চক্রের নপুকুড়িয়া নতুনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক রূপেশ দাস। আপেলের গুণমান নিয়ে অনেকেই প্রশংসা করেছেন। রূপেশবাবু জানান, প্রথম একবছর আপেল গাছের পরিচর্যা করতে হয়। বিশেষ করে শিকড়ের যত্ন নিতে হয়। কারণ আপেল গাছের শিকড় মিষ্টি স্বাদের হয়। উই পোকার আক্রমণ বেশি হয়। এর বাইরে গাছের পরিচর্যায় জলের ওপর বিশেষ নজর রাখতে হয়।

কাশ্মীরে আপেল চাষে অভিজ্ঞ পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফিরিয়ে এনে সাগরদিঘিতে

আপেল চাষ শুরু করেছিল রাজ্য সরকার। কৃষি ফার্মের বিশাল জায়গায় কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে আপেল চাষ শুরু করেছিল সাগরদিঘি ব্লক প্রশাসন। কিন্তু সেই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি। প্রশাসনের উদ্যোগে আপেল চাষের প্রকল্প মুখ থুপড়ে পড়েছিল। উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায়ুতে আপেল গাছ টেকাতে পারেনি সাগরদিঘি ব্লক প্রশাসন।

বেলডাঙায় সেই কাজ করে দেখালেন রূপেশবাবু। রূপেশবাবুর বাগানে সাড়ে তিন বছর বয়সের গাছগুলির উচ্চতা এখন দশ ফুট। গত বছরই প্রতিটি গাছে অল্প সংখ্যক ফল এসেছিল। এবার তিনি ফুল আসার সময় থেকেই পরিচর্যায় মন দিয়েছিলেন। এবার গাছে গাছে ফলের সংখ্যাও অনেক বেশি। সাইজও বেশ বড় হয়েছে। রূপেশবাবু জানালেন, সর্বোচ্চ ৩২০ গ্রাম ওজনের আপেল ফলেছে একটি গাছে। যিনি খেয়েছেন তিনিই বাজারের আপেলের থেকে সুস্বাদু বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। মহারানি চক্রবর্তী, অমিত দেরা জানান, অত্যন্ত সুস্বাদু। রূপেশবাবু মিরাকেল ঘটিয়েছেন।

আপেল গাছে জল সেচ নিয়মিত করতে হয়। গাছের গোড়া যাতে শুকিয়ে না যায় সেদিকে নজর রাখতে হয়। পাশাপাশি গোড়ায় যাতে জল না জমে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়। আগ্রহীদের উদ্দেশে এমনই পরামর্শ দিলেন রূপেশবাবু। তিনি বলেন, 'কাশ্মীরে আপেল চাষিরা পিআরজি (প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেশন) স্প্রে করেন। ফলন বৃদ্ধিতে আমি এবার পরীক্ষামূলক স্প্রে করে দেখব।'

রূপেশবাবুর ফল-ফুলের বাগানের শখ রয়েছে। তবে বিদেশি গাছের শৌখিন স্কুল শিক্ষক। আপেলের পাশাপাশি বাগানে রয়েছে পিচ, পার্সিমান (জাপানের জাতীয় ফল), অ্যাফ্রিকট,ফলসা, থাই আমড়া, মালবেরি, জাফরান। এবার লাগাবেন ব্লু বেরি। গতবছর এই বাগানে জাফরান (কেশর) ফলিয়েছেন তিনি। রূপেশবাবুর দাবি, 'ডুয়ার্স অঞ্চলে জাফরান চাষের খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি কোনও সাহায্য পেলে আমি দার্জিলিং লাগোয়া সমতল এলাকায় জাফরান চাষ করতে আগ্রহী।'

রাহুল-কেজরির পাক যোগ তদন্তসাপেক্ষ, দাবি মোদির

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: প্রাক্তন পাক মন্ত্রীর মুখে রাহুল গান্ধি ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রশংসা। এই ইস্যুতেই দুই বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে পাক যোগের অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। এবার সেই ঘটনায় আরও একধাপ এগিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ও দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানালেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বললেন, 'বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। এবং তদন্ত সাপেক্ষ।'

পাক মন্ত্রী ফওয়াদ চৌধুরির তরফে ইন্ডিয়া জোটের দুই শীর্ষ নেতার প্রশংসা ও তাঁদের মোদি বিরোধিতাকে সমর্থন করে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, জাতীয় রাজনীতিতে তৈরি করেছে বিতর্ক। সম্প্রতি সংবাদ সংস্থা এআইএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই ইস্যুতেই নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য জানতে চান সাংবাদিক। উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এবং তদন্ত সাপেক্ষ। আমি বুঝতে পারি না এঁদের সেই সব লোকেরাই কেন পছন্দ করে যাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা। কেন শুধুমাত্র শত্রুদের থেকেই এঁদেরকে সমর্থনের আওয়াজ ওঠে।' একইসঙ্গে যোগ করেন, 'বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। আমি যে দায়িত্বে রয়েছি সেখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে না এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা উচিৎ আমার। তবে আপনার উদ্বেগ আমি বুঝতে পারি।' একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের গণতন্ত্র অনেক বেশি পরিণত ও শক্তিশালী। আমি মনে করি না, সেখানে বাইরে থেকে কেউ নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে। দেশের মানুষ ও বোকা নন তাঁরা সবটা বোঝেন। তাঁরা বহিরাগত দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার নন।'

উল্লেখ্য, পাক মন্ত্রী ফওয়াদ চৌধুরি চলতি মে মাসেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির ভিডিও শেয়ার করে প্রশংসামূলক পোস্ট করেছিলেন। তাতে বিজেপির পক্ষ থেকে কংগ্রেসকে পাকিস্তানের সমর্থক বলে তুমুল সমালোচনাও করা হয়। এর ঘটনার পর কেজরির ভোট দেওয়ার ছবি পোস্ট করে পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী ফওয়াদ চৌধুরি লিখেছিলেন, 'আমি আশা করছি যে শান্তি ও সদ্ভাবের মাধ্যমে ঘৃণা ও সন্ত্রাসবাদী শক্তির পরাজয় হবে।' শেষদফা ভোটের আগে এই ঘটনায় সরগরম হয় জাতীয় রাজনীতি। শীর্ষ বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠে পাক যোগের অভিযোগ। যদিও পাক মন্ত্রীর মন্তব্যের পালটা নিজের চরকায় তেল দেওয়ার বার্তা দেন কেজরিওয়াল।

পালটা জবাব দিয়ে কেজরি লেখেন, 'চৌধুরি সাহেব, আমি এবং আমার দেশের মানুষ নিজেদের বিষয়, সামলে নেওয়ার জন্য পুরোপুরিভাবে সক্ষম। তার জন্য আপনার টুইটের প্রয়োজন নেই। বর্তমানে পাকিস্তানের অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি নিজের দেশ সামলান। ভারতে যে নির্বাচন হচ্ছে সেটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সন্ত্রাসবাদের সব থেকে বড় প্রযোজকের হস্তক্ষেপ ভারত বরদাস্ত করবে না।' কিন্তু তাতে অবশ্য বিতর্ক থামেনি। সরাসরি রাহুল ও কেজরির বিরুদ্ধে পাক যোগের অভিযোগ তোলে বিজেপি। এবার সেই ইস্যুতেই তদন্তের দাবি তুললেন খোদ প্রধানমন্ত্রী।

রাজকোট অগ্নিকাণ্ড নিয়ে গুজরাত সরকারকে আদালতের ভর্ৎসনা

আমদাবাদ, ২৭ মে: রাজকোটের গেমিং জোনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গুজরাত হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল সে রাজ্যের বিজেপি শাসিত সরকার। সোমবার একটি মামলার শুনানিতে আদালত জানায়, তারা গুজরাত সরকারকে আর 'বিশ্বাস' করতে পারছে না। পাশাপাশি, রাজকোটের পুরসভাকে ভর্ৎসনা করে আদালত।

গত শনিবার আগুনে পুড়ে যায় রাজকোটের ওই গেমিং জোন। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩২ জনের। তাঁদের মধ্যে ন'টিও শিশুও ছিল। আহত আরও অনেকে। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনায় গেমিং জোনের মালিক-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, ওই গেমিং জোনের কোনও 'ফায়ার লাইসেন্স' ছিল না। এমনকি, দমকলের ছাড়পত্রও ছিল না তাদের কাছে। তার পরও কী ভাবে ওই গেমিং জোন চলছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সোমবার আদালতেও এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় পুরসভাকে।

হাইকোর্টে পুরসভার পক্ষে জানানো হয়, তাঁদের অনুমতি ছাড়াই ওই গেমিং জোন চলছিল। যা শুনে ক্ষোভপ্রকাশ করে আদালত বলে, 'তা হলে আড়াই বছর ধরে কী ভাবে চলছিল? আমরা কি ধরে নিচ্ছি যে আপনারা চোখ বন্ধ করে ছিলেন?' রাজকোটের পুলিশ কমিশনার রাজু ভার্গব জানিয়েছেন, গত বছরের নভেম্বরে স্থানীয় পুলিশও ওই গেমিং জোনের মালিককে একটি লাইসেন্স দিয়েছিল। যার মেয়াদ ছিল চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত। শুধু পুরসভা নয় গুজরাত সরকারকে ভর্ৎসনা করে আদালত। শুনানি চলাকালীন আদাল সরকারকে প্রশ্ন করে, 'আপনারা কি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন? নাকি ঘুমিয়ে ছিলেন? এখন আর আমরা স্থানীয় প্রশাসন এবং রাজ্য সরকারকে বিশ্বাস করি না।' উল্লেখ্য, আমদাবাদের এমনই দু'টি গেমিং জোন নিয়ে মামলা চলছিল হাইকোর্টে।

কমিশনে বিজেপির নালিশ সত্ত্বেও 'অগ্নিপথ' নিয়ে অনড় রাহুল!

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করলেই বাতিল হবে চুক্তিভিত্তিক সেনা নিয়োগের 'অগ্নিপথ' প্রকল্প। সোমবার বিহারের বখতিয়ারপুরে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, 'আমরা দেশের যুবকদের সেনায় স্থায়ী নিয়োগের সুযোগ দেব।'

সেনায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য ২০২২ সালের জুন মাসে 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। জানিয়েছিলেন, ওই প্রকল্পে সাড়ে ১৭ থেকে ২৩ বছরের তরুণ-তরুণীরা চার বছরের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখায় (স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনা) যোগ দিতে পারবেন। তাঁদের বলা হবে 'অগ্নিবীর'। মাসে ৩০-৪৫ হাজার টাকা করে পাবেন তাঁরা। সেনায় শূন্যপদ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চতুর্থ বছরের শেষে সেই ব্যাচের সর্বাধিক ২৫ শতাংশ অগ্নিবীরকে সেনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাকিদের ১১-১২ লক্ষ টাকা হাতে দিয়ে পাঠানো হবে অবসরে। থাকবে না কোনও পেনশন। সেনার স্থায়ী নিয়োগের পদ্ধতি বদলে চুক্তিভিত্তিক করার প্রতিবাদে সে সময় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভে নেমেছিলেন চাকরিপ্রার্থী যুবকেরা। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল, পঞ্জাব, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড-সহ দেশের নানা রাজ্যে হিংসাত্মক প্রতিবাদ হয়েছিল। কংগ্রেস প্রথম থেকেই এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছে। সম্প্রতি রাহুল গান্ধি তাঁর নির্বাচনকেন্দ্র রায়বরেলীতে বলেছিলেন, 'মোদি দুই ধরনের সেনা তৈরি করতে চাইছেন। প্রথমটি, দলিত, আদিবাসী, অনগ্রসর, অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল শ্রেণি এবং সংখ্যালঘুদের সন্তানদের নিয়ে। অন্যটি গঠিত হবে সচ্ছল পরিবারের প্রতিনিধিদের নিয়ে।' বিজেপির তরফে রাহুলের বিরুদ্ধে 'সেনার মনোবল ভাঙার চেষ্টা'র অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছিল।

পাপুয়া নিউগিনিতে ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৭০

পোর্ট মোরসবে, ২৭ মে: পাপুয়া নিউগিনিতে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনায় মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭০ জন। এখনও উদ্ধারকাজ চলছে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশটি অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে অবস্থিত। এর আগে পাপুয়া নিউগিনির সংবাদমাধ্যম সূত্রে ভূমিধসে ৩০০ জনের বেশি চাপা পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছেল। রবিবার দিনের শুরুতে জানা যায়, মাত্র পাঁচটি মরদেহ ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এঙ্গা প্রদেশের ইয়াম্বালি গ্রামের আধিকারিকদের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মৃতদের পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, শুক্রবারের ওই ভূমিধসে ১৫০টির মতো বাড়ি চাপা পড়ে।

অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যবিষয়ক দপ্তর জানিয়েছে, রাজধানী পোর্ট মোরসবে থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে ওই প্রদেশের মুলিতাকা অঞ্চলের এই ভূমিধসে ছ'টির বেশি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার ভয়াবহ ভূমিধসের খবর জানা যায় অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে। কাওকালাম গ্রামটি পাপুয়া নিউগিনির রাজধানী পোর্ট মোরসবি থেকে ৬০০ কিমি উত্তরে অবস্থিত। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর মেলে, গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গোটা গ্রামের মানুষ যখন ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন, তখন ধস নামে ওই গ্রামে। ফলে গ্রামবাসীরা কিছুই বুঝতে পারেননি, তার আগেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়।

এলএসি অঞ্চলে শুভেচ্ছা দূত হলেন কে. জি অনিলকুমার

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: ল্যাটিন আমেরিকান ক্যারিবিয়ান ট্রেড কাউন্সিল (এলএসিটিসি) ল্যাটিন আমেরিকান ক্যারিবিয়ান (এলএসি) অঞ্চলের জন্য শুভেচ্ছা দূত হিসেবে নিয়োগ করল কে. জি অনিলকুমারকে। এর ফলে ভারত, মধ্যপ্রাচ্য এবং এলএসি অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য ও পর্যটন সম্পর্ক জোরদার হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আইসিএল ফিনকর্প-এর সিএমডি কে. জি অনিল কুমার অর্থ ও পর্যটন ক্ষেত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। যিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ভারতের বিশ্বব্যাপী সদিচ্ছার বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

কে জি অনিলকুমার তাঁর এই নতুন ভূমিকায় ভারত, মধ্য প্রাচ্য এবং ৩৩ ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য ও পর্যটন বাড়ানোর জন্য বেশ কয়েকটি মূল ক্ষেত্রের দিকে মনোনিবেশ করবেন বলেই জানান। যার মধ্যে রয়েছে মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া, এল সালভাদর, কোস্টা রিকা, পানামা, বেলিজ, হাইতি, কিউবা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, বাহামা, বার্বাডোস, সেন্ট লুসিয়া, গ্রেনাডা, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস, অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা, ডোমিনিকা, সেন্ট কিটস ও নেভিস, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, পেরু, ভেনিজুয়েলা, চিলি, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, সুরিনাম এবং গায়ানা। তিনি নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি এবং বিদ্যমান বাণিজ্যিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করবেন।

রাফায় ইজরায়েলি অভিযানে হামাসের ২ আধিকারিকের মৃত্যু

গাজা, ২৭ মে: গাজা উপত্যকার রাফায় ইজরায়েলি সেনার অভিযানে হামাসের দু'জন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। একটি বিবৃতি দিয়ে ইজরায়েলি বাহিনী একথা জানিয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাফায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চালানোয় হামাসের দুই উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন পশ্চিম তীরে হামাসের চিফ অব স্টাফ ইয়াসিন রাবিয়া। তবে অন্যজনের পরিচয় জানানো হয়নি। তবে ইজরায়েলি বাহিনী এহন দাবি করলেও হামাসের তরফ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এর আগে রাফায় 'নিরাপদ অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিত তাল আস-সুলতান এলাকায় একটি আশ্রয় শিবিরে অভিযান চালায় ইজরায়েল সেনা। বোমা হামলার পর আগুনে ওই শিবিরের তাঁবুগুলো পুড়ে গিয়েছে। নারী ও শিশু সহ কমপক্ষে ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এমনকি আশ্রয় শিবিরের তাঁবুর মধ্যে অনেক মানুষকে 'জীবন্ত পুড়িয়ে মারা' হয়েছে বলে দাবি। প্যালেস্টাইনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের এক মুখপাত্র তাল আস-সুলতানের আশ্রয় শিবিরে এই হামলাকে 'সীমা অতিক্রমকারী হত্যাযজ্ঞ' বলে সমালোচনা করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় গাজা উপত্যকায় জাবালিয়া, নুসেইরাত ও গাজা নগরীতে একাধিক হামলা চালানো হয়েছে ইজরায়েলের তরফে। প্যালেস্টাইনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এসব হামলায় অন্তত ১৬০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং বন্দি বিনিময় চুক্তি নিয়ে নতুন করে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তি নিয়ে মিশরের রাজধানী কায়রোয় আলোচনা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন সময় আলোচনার উদ্যোগের খবর আসছে, যখন গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফায় অভিযান বন্ধ করতে গত শুক্রবার ইজরায়েলকে নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)। এর মধ্যেই রাফায় হামলার ঘটনা ঘটছে।

দেশে ফিরছেন, সিটের মুখোমুখি হবেন 'পলাতক' রেভান্না

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: দেশে ফিরছেন প্রজ্বল রেভান্না। 'অশ্লীল' ভিডিওকাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই দেশছাড়া ছিলেন তিনি। তাঁকে দেশে ফেরানোর জন্য একাধিক পদক্ষেপ করেছে কর্নাটক সরকার। প্রজ্বলের কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল করার আবেদনও জানানো হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। অবশেষে প্রজ্বল নিজেই জানালেন ফেরার কথা। শুধু তা-ই নয়, দেশে ফিরে বিশেষ তদন্তকারী দলের (সিট) মুখোমুখিও হবেন তিনি, তা-ও জানান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়ার পৌত্র। তবে একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র'-এর শিকার বলেও সবর হন প্রজ্বল।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রজ্বল বলেন, 'আমি ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলাম, তাই নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আমার রাজনৈতিক উত্থান সহ্য করতে না পেরে হাসনেরই কিছু শক্তি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।' তার পরই হাসনের বিদায়ী সাংসদ বলেন, 'আমাকে দয়া করে ভুল বুঝবেন না। আমি ৩১ মে সকাল ১০টার সময় সিটের সামনে হাজিরা দেব। পুলিশের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করব। বিচার ব্যবস্থার উপর আমার আস্থা রয়েছে।' 'অশ্লীল' ভিডিওকাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই দেশছাড়া হাসনের বিদায়ী সাংসদ তথা লোকসভা ভোটে জেডিএসের প্রার্থী প্রজ্বল। দেবগৌড়ার পৌত্র প্রজ্বলের বিরুদ্ধে একাধিক মহিলাকে ধর্ষণ এবং যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে দেশে ফেরানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া সরকার।

প্রচারে গিয়ে ফের হুমকি দিয়ে বিতর্কে যোগী

লখনউ, ২৭ মে: উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের সময় যোগী আদিত্যনাথের 'বুলডোজার বাবা' ভাবমূর্তি তুলে ধরেছিল বিজেপি। নির্বাচনে জেতার পর বিজয়মিছিলেও দেখা গিয়েছে 'বুলডোজার মার্চ'। অন্যদিকে আতিক আনসারি-সহ একাধিক এনকাউন্টারের ঘটনায় যোগীর রবিনহুড চেহারা সামনে এসেছে। একই ভঙ্গিতে লোকসভা ভোটে প্রচার চালাচ্ছেন তিনি। সোমবার একটি সভা থেকে যোগী আদিত্যনাথের হুঙ্কার, এরাজ্যে মহিলা এবং ব্যবসায়ীদের বিব্রত করছেন যাঁরা, যমরাজ অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্যে।

সোমবার গাজিপুরের সভায় যোগী দাবি করেন, গ্যাংস্টাররা এককালে প্রকাশ্যে আইন ভাঙত। এখন বুলডোজারে পিষে দেওয়া হচ্ছে তাদের। রাজ্যবাসীর নিরাপত্তা এবং আইনের শাসন যে কোনও সরকারের সুশাসনের প্রথম শর্ত। যোগী বলেন, 'মহিলা এবং ব্যবসায়ীদের জীবন নিয়ে খেলা বরদাস্ত করা হবে না। যদি কেউ তা করে, তবে তার জন্য যমরাজ অপেক্ষা করছে।' হুঁশিয়ারি দেন, 'আমরা ভগবান রামের ভক্ত। পাপীদের নির্মূল না করা পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব না।'

ভোটভিক্ষা করতে গিয়ে যোগী বলেন, 'আপনাদের ভোটের জোরে অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হয়েছে। গোটা পৃথিবীতে ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। দেশের সীমান্তগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে। উন্নয়ন হয়েছে। হাইওয়ে, বিমানবন্দর, রেল, জলবণ্টন সব ক্ষেত্রে চোখে পড়ছে বিপুল উন্নয়ন।'

ইংল্যান্ডে টর্নেডোয় মৃত অন্তত ১৫

টেক্সাস, ২৭ মে: ইংল্যান্ডের টেক্সাস, আরকানসাস, ওকলাহোমাসহ বিভিন্ন রাজ্যে টর্নেডো ও ঝড়ে কমপক্ষে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। রবিবার স্থানীয় আধিকারিক এ কথা জানিয়েছেন।

শনিবার গভীর রাতে সাউদার্ন প্লেইনস অঞ্চলে প্রবল ঝড় ওঠে। এতে কয়েক লাখ মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেখানে উদ্ধার তৎপরতা চলছে। টেক্সাসের কুক কাউন্টির শেরিফ রে স্যাপিংটন এক সংবাদিক বৈঠকে জানান, ডালাসের উত্তরে ভ্যালি ভিউ এলাকায় টর্নেডোর ফলে সাত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তল্লাশি ও উদ্ধারকা জারি রয়েছে।

টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট চারটি কাউন্টির জন্য একটি নির্দেশে স্বাক্ষর করেছেন। এতে যেসব মানুষের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের সহায়তার জন্য কর্মী নিযুক্ত করা এবং অর্থ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। টর্নেডো ও ঝড়কে কেন্দ্র করে কিছু বাড়িঘর এবং একটি গ্যাস স্টেশন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। একটি সড়কে কিছু গাড়ি উলটে গিয়েছে।

শনিবার গভীর রাতে মায়েস কাউন্টিতে টর্নেডো আছড়ে পড়লে দু'জন প্রাণ হারান। কাউন্টির জরুরি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান জনি জ্যানজেন তুলসাতে এক সংবাদমাধ্যমকে এ কথা বলেছেন। রবিবার ভোরে আরকানসাসে ঝড়ে পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঝড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং গাছপালা উপড়ে গিয়েছে। কিছু এলাকায় আকস্মাৎ বন্যা দেখা দিয়েছে।

মেয়র ক্রেইগ গ্রিনবার্গ জানান, কেন্টাকির লুইসভিলেতেও একজনের মৃত্যু হয়েছে। ঝড়ের কারণে ইন্ডিয়ানাপোলিস ৫০০ নামের কার রেস শুরু হতে চার ঘণ্টা দেরি হয়েছে। তখন নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডের বিদ্যুৎ বিভ্রাট বিষয়ক তথ্য সংগ্রহকারী ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, ঝড়কে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডের প্রায় ৪৯ হাজার গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। তবে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় টর্নেডোজনিত সতর্কতা জারি রয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ই-টেন্ডার/২০২৪/১৮, তারিখ ২৭.০৫.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দঃপূঃরেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্যমান; বায়নামূল্য যথাক্রমে ঃ (১) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-১৬-২০২৪; সরদিহা–ধলভূমগড় ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ওয়েস্ট/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে রাবারাইজড্ সারফেসিং (১২ লেভেল ক্রসিং) দ্বারা লেভেল ক্রসিং রোডের উন্নয়ন; ২,২১,২৫,৭১৩.৪০ টাকা; ২,৬০,৬০০ টাকা। (২) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-১৭-২০২৪; খড়গপুর–কলাইকুণ্ডা–মেদিনীপুর ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ওয়েস্ট/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে রাবারাইজড্ সারফেসিং (৭ লেভেল ক্রসিং) দ্বারা লেভেল ক্রসিং রোডের উন্নতিসাধন; ১,৭২,০১,৯৫০.২০ টাকা; ২,৩৬,০০০ টাকা। (৩) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-১৮-২০২৪; বালিচক–সরদিহা ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ওয়েস্ট/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে রাবারাইজড্ সারফেসিং (০৮ লেভেল ক্রসিং) দ্বারা লেভেল ক্রসিং রোডের উন্নয়ন; ২,২৩,৩৪,৭৪৪.৭০ টাকা; ২,৬১,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ প্রতিটি ক্রঃ নং-এর জন্য ০.০০। খোলার তারিখ ঃ প্রতিটির জন্য ১৮.০৬.২০২৪। কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ প্রতিটির জন্য ০৬ (ছয়) মাস। বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ প্রতিটির জন্য ০৪.০৬.২০২৪ থেকে ১৮.০৬.২০২৪-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডার দাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বি.দ্র. ঃ সম্ভাব্য বিডাররা সব টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-190)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিলকরণ

টেন্ডার নোটিস নং. ২২২-এস/১/ডব্লুII, তারিখ ১৯.০৪.২০২৪ এর মাধ্যমে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (II), পূর্বরেলওয়ে, শিয়ালদহ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার নং. টিএন-১৫-২৪-২৫, যেটি ০৭.০৬.২০২৪ তারিখে খোলার কথা ছিল এতদ্দ্বারা প্রশাসনিক অত্যাবশ্যকতার কারণে তা বাতিল করা হল। SDAH-66/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং. টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-০৭, তারিখ ঃ ২৫.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/ পূর্বরেলওয়ে/আসানসোল, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স এবং সুপারভাইজারি লাইসেন্স সম্পন্ন এবং নিম্নলিখিত কাজ আর্থিক ভাবে সম্পূর্ণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন টেন্ডার দাতাদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- টেন্ডার কেস নং. টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪- ২৫-০৭; কাজের নামঃ আসানসোল ডিভিসনে ওএইচই-র নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি ঘটাতে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে দুর্বল ক্যাটেনারি তার এবং জীর্ণ পরিবাহী তার প্রতিস্থাপন; টেন্ডার মূল্যঃ ₹১,৩২,২২,৩৩১.৫৮/-; বায়না অর্থঃ ₹২,১৬,১০০/-; খোলার তারিখ ও সময়ঃ ২০.০৬.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়; কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৬(ছয়) মাস। কাজের প্রস্তাব প্রদানের বৈধতা ঃ খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাবে ঃ ireps.gov.in ASN-58/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নামে ‘মেন্টর’, কাজে যখন গম্ভীরই কেকেআরের সব

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে তৃতীয়বারের মতো শিরোপা জেতার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটা গ্রাফিকস পোস্ট করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘দ্য টিম বিহাইন্ড দ্য টিম’। মানে পর্দার আড়ালে যে দলটা কাজ করেছে;কোচ ও সাপোর্ট স্টাফের সেই সদস্যদের ছবি দিয়ে বানানো সেই গ্রাফিকস। তাতে সবচেয়ে বড় ছবিটা গৌতম গম্ভীরের। তাঁর পেছনে ডান পাশে কলকাতার প্রধান কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, বাঁয়ে সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার।

কাগজে-কলমে গম্ভীরের পদবি;তিনি কলকাতার মেন্টর বা পরামর্শক। তবে মৌসুমজুড়েই বারবার সামনে এসেছেন তিনি। গতকালের ফাইনালের পরও খেলোয়াড়েরা কৃতিত্ব দিচ্ছেন তাঁকেই। তাতে প্রধান কোচও আড়ালে চলে যাচ্ছেন বারবার। ‘মেন্টর’ ভূমিকাটাই যেন বদলে দিয়েছেন কলকাতাকে এর আগে দুবার চ্যাম্পিয়ন বানানো অধিনায়ক।

ফাইনালে ৩ উইকেট নেওয়া আন্দ্রে রাসেল যেমন বলেছেন, ‘জিজি (গৌতম গম্ভীর) শুধু মেন্টর ছিল না, সে প্রতিটি বিভাগেই আমাদের নেতা ছিল। আমার মনে হয়, আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি সেটিই। সে নিশ্চিত করেছে, যাতে প্রত্যেক ব্যাটার ও বোলার তাদের ভূমিকা পালন করে। জিজি যেকোনো দলেই দুর্দান্ত একজন।’

গত দুই মৌসুম লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসে একই ভূমিকায় ছিলেন গম্ভীর। এবার তিনি ফেরেন কলকাতায়। রাসেলের মতে, অনেক কিছুই বদলে গেছে তাতে, ‘আমরা যা চেয়েছি, সাপোর্ট স্টাফ সব সময়ই তা দিয়েছে। নিশ্চিত করেছে, যাতে আমরা সন্তুষ্ট হয়ে নেট ছাড়ি। সবাই চ্যাম্পিয়নশিপের পথে বড় ভূমিকা রেখেছে। জিজি ফিরে এসেছে, আইপিএল জিতেছে, দারুণ একটা সাপোর্ট স্টাফ;আপনার এর চেয়ে বেশি আর কী চাই!’

এর আগে কলকাতাকে নেতৃত্ব দেওয়া নিতীশ রানা বলছেন, গম্ভীর তাঁদের আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিলেন মৌসুমের শুরুর আগেই। তিনি বলেছেন, ‘গৌতম গম্ভীর যখন আমাদের মেন্টর হিসেবে সই করলেন, আমি হোয়াটসঅ্যাপে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। লম্বা একটা মেসেজ লিখেছিলাম। আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এটাও বলেছিলেন, যখন ট্রফিটা মঞ্চে উঁচিয়ে ধরব, সেদিনই তিনি সবচেয়ে খুশি হবেন। আজ সেই দিন, আর আমি ওই মেসেজ চিরদিন মনে রাখব।’

টুর্নামেন্টে মাত্র তিনটি ম্যাচ হেরেছে কলকাতা, আইপিএলে কোনো দলের এক মৌসুমে যা যৌথভাবে সবচেয়ে কম ম্যাচ হারের রেকর্ড। মৌসুমে দলটির অন্যতম শক্তি ছিলেন সুনীল নারাইন। ব্যাটিংয়ে ১৮০.৭৪ স্ট্রাইক রেটে ৪৮৮ রান করার পাশাপাশি বোলিংয়ে ১৭ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছেন এই ক্যারিবীয়।

এমন পারফরম্যান্সের পর নারাইনও কৃতিত্ব দিয়েছেন গম্ভীরকে, ‘নেমে শুধু নিজেকে মেলে ধরার যে ভূমিকা, দলকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেওয়ার চেষ্টা করা;এগুলোই মূল ব্যাপার। সাপোর্ট স্টাফের সহায়তা, বিশেষ করে জিজি (গম্ভীর) শুধু বলেছে, তগিয়ে উপভোগ করো, দলকে শুধু কয়েকটা ম্যাচ জেতানোর চেষ্টা করো। পুরো মৌসুমে এমন কিছু করতে বলছি, শুধু কয়েকটা ম্যাচে করতে বলছি।দ পরামর্শটা ভালো ছিল।’

গম্ভীরের কথা বলেছেন স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীও, ‘আমরা মৌসুমের শুরুতে পাঞ্জাব কিংসের কাছে হেরেছিলাম। গৌতম এরপর আমাদের বলেছিল, তএই হারই আমাদের ফাইনালে জেতাবে।দ এখন সেটিই হলো।’

সব মিলিয়ে কলকাতায় গম্ভীরের এবার পথচলা কিছুটা ‘ফিরলাম, দেখলাম, জয় করলাম’-এর মতো ব্যাপার। তবে পরের মৌসুমেও গম্ভীরকে দলটি পাবে কি না, প্রশ্ন সেটিই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে রাহুল দ্রাবিড় চলে যাওয়ার পর ভারতের পরবর্তী সম্ভাব্য প্রধান কোচ হিসেবে আসছে গম্ভীরের নাম। অবশ্য গম্ভীরকে রেখে দিতে সব রকম চেষ্টাই করা হবে মালিক শাহরুখ খানের পক্ষ থেকে;এমন সংবাদও এসেছে আগেই।

২৪ কোটি টাকার স্টার্কই দেখালেন ‘শেষরাতের খেল’

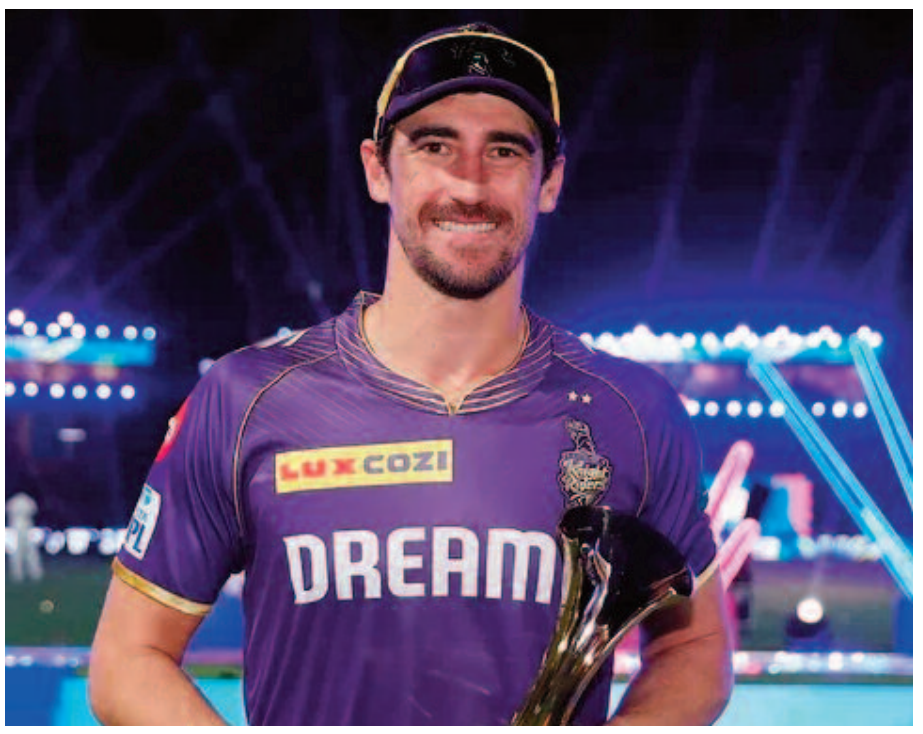

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার লম্বা করে একটা শ্বাস নিতেই পারেন মিচেল স্টার্ক।

টানা আট বছর আইপিএলে ছিলেন না। যখন ফিরলেন, রীতিমতো চোখ কপালে উঠল সবার। আইপিএলে রেকর্ড ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপির খেলোয়াড় বলে কথা! কিন্তু খেলা শুরু হতেই পাল্টে গেল অভাবনীয় অনুভূতির সেই ছবি। রেকর্ড গড়া ‘প্রাইজ ট্যাগ’ই হয়ে উঠল বিশাল বোঝা। ৩৪ বছর বয়সী স্টার্ক কাল রাতে সেই বোঝাটাই সফলতার সঙ্গে নামিয়ে ফেলেছেন।

চেন্নাইয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে আইপিএলের তৃতীয় শিরোপা জিতেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স, যে জয়ে ম্যাচসেরা স্টার্ক! একসময় যে প্রাইজ ট্যাগের কারণে ‘সুপার ফ্লপ মিলিয়নিয়ার’র বদনাম শুরু হয়েছিল, সেটিই এখন ‘সুপারম্যান মিলিয়নিয়ার’। স্টার্ক লম্বা করে শ্বাস করে নিতেই পারেন। আর একঝলকে পেছনে ফিরে চোখ রাখতে পারেন গত দুই মাসে, কী সব ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের রাতই না পার করেছেন!

স্টার্ক আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ের ‘প্রাইজ ট্যাগ’ নিয়ে মাঠে নামার পর প্রথম ম্যাচেই ছিলেন সুপার ফ্লপ। হায়দরাবাদের বিপক্ষেই ৪ ওভারে দেন ৫৩ রান, তাঁর টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এর চেয়ে বেশি রান দেওয়ার তেতো অভিজ্ঞতাই ছিল মাত্র একবার। ঠিক পরের ম্যাচে চোখেমুখে একই হতাশা। এবার বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ৪৭ রান দিয়ে উইকেটশূন্য। মানে প্রথম দুই ম্যাচে ৮ ওভার বল করে রান খরচ ঠিক ১০০, কিন্তু উইকেটের কলাম শূন্য। ইকোনমি রেটও ছিল ১২ ছুঁই ছুঁই। ঠাট্টা-তামাশার জোয়ার শুরু হয়ে গেল সেখানেই।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নামের পাল্লায় মাপা হতে শুরু করল টাকা আর রান, বল, উইকেট। যেমন চার ম্যাচ শেষে তাঁর উইকেট যখন মাত্র দুটি, তখন হিসাবটা দাঁড়াল এ রকম;স্টার্কের একটি ডেলিভারির মূল্য ২৯ লাখ ৪৬ হাজার রুপি। আর একটি উইকেটের মূল্য ১২ কোটি ৩৭ লাখ ৫০ হাজার রুপি। যদিও স্টার্ককে কলকাতার পুরো মৌসুম পাওয়ার কথা, কিন্তু তখন আর সেসব খেয়াল করে কে!

তবে শুরুর ওই দুঃস্বপ্ন থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে এরপর আর সময় নেননি স্টার্ক। বাংলা নববর্ষের দিনে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে নেন ২৮ রানে ৩ উইকেট। ধীরে ধীরে কমতে থাকে রান খরচের হারও। স্টার্কের মতো খেলোয়াড়দের দল সবচেয়ে বেশি চায় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোয়। স্টার্কও মৌসুমে নিজের সেরা বোলিংটি করেন এমনই এক ম্যাচে;ওয়াংখেড়েতে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে। সেদিন নিজের শেষ ওভারে ৩ উইকেটসহ ৩৩ রানে ৪ উইকেট শিকার করেন স্টার্ক। সেদিনই এক যুগ পর ওয়াংখেড়েতে প্রথম জয় পায় কলকাতা নাইট রাইডার্স।

৩৪ বছর বয়সী স্টার্ক লিগ পর্ব শেষে হয়ে ওঠেন আরও উজ্জ্বল। যে হায়দরাবাদের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই ৫৩ রান খরচ করেছিলেন, প্রথম কোয়ালিফায়ারে সেই দলের বিপক্ষেই নেন ৩৪ রানে ৩ উইকেট। এর মধ্যে ট্রাভিস হেডকে শূন্য রানে বোল্ড করে দেওয়াটা ছিল বিশেষ মাহাত্মের । পুরো আসরে এদিনই প্রথমবারের মতো ম্যাচসেরা হন স্টার্ক।

রোববার চেন্নাইয়ের ফাইনালে আবারও প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ। এবার স্টার্ক আরও শাণিত। ম্যাচের প্রথম ওভারেই অভিষেক শর্মাকে বোল্ড করেন দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে, যা ফাইনালের সেরা বল তো বটেই, পুরো আসরেরই সেরা ডেলিভারির তালিকায় প্রথম দিকে থাকবে। আগে ব্যাট করা হায়দরাবাদকে যে মাত্র ১১৩ রানে আটকে দেয় কলকাতা, তাতে মূল সুরটা বেঁধে দেয় স্টার্কের প্রথম ওভারই। পরে নেন রাহুল ত্রিপাঠির উইকেটও।

সব মিলিয়ে ৩ ওভারে ১৪ রান দিয়ে ২ উইকেট;আবারও ম্যাচসেরা স্টার্ক। যে ম্যাচ শুধু ম্যাচই নয়, শিরোপা নির্ধারণীও। আইপিএলের ইতিহাসে এর আগে কখনোই কোনো খেলোয়াড় প্লে,অফে একাধিকবার ম্যাচসেরা হননি। প্রথম চার ম্যাচে মাত্র ২ উইকেট নেওয়া স্টার্ক মৌসুম শেষ করেছেন ১৪ ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়ে।

শেষ দিকে জ্বলে ওঠা স্টার্কের এমন বোলিংয়ের প্রভাব যে কেমন ছিল, তাঁর কিছুটা ফুটে উঠেছে হায়দরাবাদ অধিনায়ক ও স্টার্কের অস্ট্রেলিয়া দলের সতীর্থ প্যাট কামিন্সের মুখে, ‘কলকাতা দুর্দান্ত বোলিং করেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই পুরোনো বন্ধু স্টার্কই আবারও মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।’ আর কলকাতা অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার তো জাদুর কাঠিই দেখছেন স্টার্কের মধ্যে, ‘বড় খেলোয়াড়েরা এভাবেই দরকারি সময়ে দাঁড়িয়ে যায়। নিজের কর্মনিষ্ঠা নিয়ে কখনোই আত্মতুষ্টিতে ভোগে না। একদম সঠিক উপলক্ষটাতেই স্টার্ক নিজের ভূমিকা রেখেছে। তার মধ্যে সেই জাদুর কাঠিটা আছে।’

এ তো গেল অধিনায়কদের কথা। কিন্তু স্টার্কের নিজের কেমন বোধ হচ্ছে এখন? বিশেষ করে শুরুর দিকের হতাশার কারণে প্রাইজ ট্যাগ যখন বোঝা হয়ে উঠেছিল, দলের প্রত্যাশা পূরণের পর সেসব ঠাট্টা-মশকরা কেমন লাগছে? কাল পুরস্কার বিতরণীতে রবি শাস্ত্রী করেছিলেন এমন প্রশ্ন। স্টার্কের উত্তর, ‘টাকাপয়সা নিয়ে প্রচুর রসিকতা হয়েছে। এবার আমি অনেক দিন পর আইপিএল খেললাম। বয়স বেড়েছে, অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। আর এটাই আমাকে প্রত্যাশা পূরণ করতে সাহায্য করেছে। আমি যে আগের চেয়ে অভিজ্ঞ আর বয়স্ক, সেটার কারণে আমি খুশিও।’

খুশি নিশ্চয়ই প্রাইজ ট্যাগের কারণেও। আর যা-ই হোক, ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপির মূল্য তো প্রমাণ করা গেছে!

গার্দিওলা ম্যান সিটি ছাড়ছেনই

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিছুটা আভাস পেপ গার্দিওলা নিজেই দিয়েছিলেন কয়েক দিন আগে।

১৯ মে ওয়েস্ট হামকে হারিয়ে ইংল্যান্ডের প্রথম ক্লাব হিসেবে ম্যানচেস্টার সিটি টানা চতুর্থ লিগ শিরোপা জয় করার পর গার্দিওলা বলেছিলেন, ‘আমি (সিটিতে) থেকে যাওয়া নয়, প্রস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।’

গুঞ্জনের ডালপালা আসলে সেখান থেকেই মেলতে শুরু করে। সিটির সঙ্গে গার্দিওলার বর্তমান চুক্তি আগামী বছর জুন পর্যন্ত। মানে আর একটা মৌসুম। চুক্তি নবায়ন না করলে সেখানেই শেষ হবে গার্দিওলার সিটি-অধ্যায়। ব্রিটিশ দৈনিক মেইল এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, গার্দিওলা চুক্তি নবায়নে খুব একটা আগ্রহী নন।

সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, গার্দিওলাকে এর মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সময় দেবে সিটি। ক্লাবটির চাওয়া;তিনি থেকে যান। তবে সিটির উচ্চমহলের ভয়, আগামী মৌসুম শেষেই চলে যেতে পারেন ৫৩ বছর বয়সী গার্দিওলা।

তবে থাকা কিংবা না থাকার ব্যাপারে গার্দিওলা আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলেননি। ইংলিশ ফুটবল ও সিটির ভেতরকার একাধিক সূত্র গার্দিওলার ইতিহাদ ছাড়ার সম্ভাবনা নিয়ে খোলামেলা কথা বলছে বলে জানিয়েছে মেইল। আবুধাবিভিত্তিক সিটি গ্রুপের মালিকাধীন ম্যান সিটির জন্য এটা বড় এক দুঃসংবাদ, তাতে সন্দেহ নেই। বিশাল এক ধাক্কাই আসলে।

সিটির জন্য যেটা এত বড় দুঃসংবাদ, ইংল্যান্ডের বাকি সব ক্লাবের জন্য সেটাই দারুণ এক সুসংবাদ সম্ভবত। ২০১৬ সালে ইতিহাদকে ঠিকানা বানানোর পর গত ৮ বছরে গার্দিওলা তো আসলে প্রিমিয়ার লিগকে এক ঘোড়ার দৌড়ই বানিয়ে ছেড়েছেন। সেই ঘোড়ার নাম ম্যানচেস্টার সিটি। সর্বশেষ ৭ বছরে ৬টা লিগ, গত মৌসুমে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় দল হিসেবে ইউরোপিয়ান ট্রেবল জয়, এরপর এবার ইংল্যান্ডের প্রথম ক্লাব হিসেবে টানা চতুর্থ লিগ জয়;সব মিলিয়ে ১৫টি ট্রফি, গার্দিওলার অধীন সিটির জেতার বাকি নেই কিছুই। তাঁর ব্যক্তিগত একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, বার্সেলোনার বাইরে অন্য কোনো দলের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে দেখানো, সেটাও জেতা হয়ে গেছে।

প্রিমিয়ার লিগে মৌসুম মাত্র শেষ হয়েছে, কিন্তু এখনই বলা হচ্ছে, আগামী মৌসুমেও শিরোপার দৌড়ে সবচেয়ে ফেবারিট সিটি। অন্য ক্লাবগুলো যেন এখন গার্দিওলা সিটি ছেড়ে গেলেই বাঁচে। সেই গার্দিওলা যদি সিটির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন না করেন, প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবগুলোর জন্য এর চেয়ে খুশির খবর আর কী হতে পারে!

মেইল দাবি করছে, যদি শেষ পর্যন্ত সিটি গার্দিওলাকে ইতিহাদে থাকার জন্য রাজি করাতে ব্যর্থ হতে হয়, তাহলে তাঁর উত্তরসূরি কে হতে পারে, সেটাও ভাবা শুরু করেছে। সেই ভাবনায় আছেন সিটি গ্রুপেরই মালিকাধীন স্প্যানিশ ক্লাব জিরোনার কোচ মাইকেল সানচেজ। এই মৌসুমে লা লিগায় চমক দেখিয়ে জিরোনা তৃতীয় হয়েছে মাইকেলের অধীন।

সিটি গ্রুপের বিনিয়োগে আগামী দিনে জিরোনা হয়ে উঠতে পারে লা লিগার বড় শক্তি, যেমনটা ম্যান সিটি হয়েছে ইংল্যান্ডে। তবে গার্দিওলা চলে গেলে মাইকেল সম্ভবত জিরোনা নয়, ইতিহাদে এসেই বড় কিছু করার চ্যালেঞ্জ পেতে পারেন।

এ ছাড়া আলোচনায় আছে ইউলিয়ান নাগেলসমানের নামও। জার্মানির সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে ২০২৬ সালে। জাবি আলোনসোও বাদ নেই। বায়ার লেভারকুসেনে অন্তত আরও এক মৌসুম থাকবেন আলোনসো। তবে ব্রাইটনের কোচ রবার্তো দে জারবিকে গার্দিওলা ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করেন। ক্লাবের ইতিহাসে সেরা কোচের ব্যক্তিগত পছন্দকে সিটি পাত্তা না দিয়ে পারবে?

পাকিস্তান সিরিজের চেয়ে আইপিএলের মান ভালো ভন

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের সিরিজের চেয়ে আইপিএলের মান বেশি ভালো বলে মন্তব্য করেছেন মাইকেল ভন। সাবেক এই ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, পাকিস্তান সিরিজের জন্য দেশে ফিরে না গিয়ে আইপিএলের শেষ অংশে থাকলেই সেটি ইংল্যান্ড খেলোয়াড়দের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য বেশি ভালো প্রস্তুতি হতো।

দেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে চার ম্যাচ সিরিজ খেলতে আইপিএল থেকে ক্রিকেটারদের ফিরিয়ে নিয়েছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। হেডিংলিতে প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার পর গতকাল এজবাস্টনে পাকিস্তানকে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে গেছে স্বাগতিকেরা। বিশ্বকাপের আগে দুই দলের জন্যই এটি শেষ প্রস্তুতির সুযোগ। মূল টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দুই দলের কেউ আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে না।

তবে ইংলিশ খেলোয়াড়েরা আইপিএলের এ অংশে থাকতে পারতেন বলে মনে করেন ভন। ক্লাব প্রেইরি ফায়ার পডকাস্টে তিনি বলেছেন, ‘আমার মনে হয় আপনি ভুল করেছেন এসব খেলোয়াড়কে দেশে পাঠিয়ে। আমার মনে হয় উইল জ্যাকস, ফিল সল্ট, জস বাটলাররা যদি বিশেষ করে আইপিএলের এলিমিনেটরে (প্লে,অফে) খেলত, তাহলে যে চাপ, দর্শক, প্রত্যাশা;আমি বলব, এখানেই ভালো প্রস্তুতি হতো পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি খেলার চেয়ে।’ এরপর ভন বলেন, ‘আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পক্ষে, কিন্তু এই টুর্নামেন্ট (আইপিএল) অনেক বড় চাপের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই খেলোয়াড়েরা সমর্থক, মালিকপক্ষ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দিক থেকে অনেক চাপে থাকে। বাটলারের ক্ষেত্রে হয়তো (এটি তেমন প্রযোজ্য না), কিন্তু সে,ও থাকতে পারত। কিন্তু উইল জ্যাকস ও ফিল সল্ট, আমি মনে করি হেডিংলিতে একটি ম্যাচ খেলার চেয়ে এখানে থাকলেই আরও বেশি ভালো প্রস্তুতি হতো তাদের।’

জ্যাকস ছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে, যারা এলিমিনেটরে বাদ পড়েছে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে। সল্টের দল কলকাতা নাইট রাইডার্স অবশ্য ফাইনালে উঠেছে, আজ চেন্নাইয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে খেলছে তারা।

১২৬০ ছক্কা, ২১৭৪ চার: বোলারদের দুঃস্বপ্নের এক আইপিএল

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২২ মার্চ চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালের আইপিএল। গতকাল রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের শিরোপা জেতার মধ্য দিয়ে শেষ হলো এবারের টুর্নামেন্ট। যাতে ব্যাটিংয়ে দেখা গেছে নতুন সব রেকর্ড, আর বোলাররা হয়ে পড়েছেন কোণঠাসা। যদিও ফাইনালে শেষ পর্যন্ত কলকাতার বোলিং দাপটের কাছেই হার মেনেছে হায়দরাবাদের বিস্ফোরক ব্যাটিং। ২০২৪ আইপিএলের উল্লেখযোগ্য কিছু রেকর্ড;

৯.৫৬

২০২৪ মৌসুমে ওভারপ্রতি রান। আইপিএলের এক মৌসুমে যা সর্বোচ্চ। আগের রেকর্ড ছিল গত মৌসুমে, উঠেছিল ওভারপ্রতি ৮.৯৯ রান।

২৯.৪১

এবারের আইপিএলে উইকেটপ্রতি রান। এটিও লিগটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এ মৌসুম ছাড়িয়ে গেছে ২০২০-২১ মৌসুমে উইকেটপ্রতি ২৮.৯৭ রানের রেকর্ড। আইপিএলের সে মৌসুম হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে।

১২৬০

এবার আইপিএল দেখেছে মোট ১২৬০টি ছক্কা, আগের রেকর্ডের চেয়ে যা ১৩৬টি বেশি। ২০২৩ সালে ৭৪টি ম্যাচে হয়েছিল ১১২৪টি ছক্কা।

৪২

সর্বোচ্চ ৪২টি ছক্কা মেরেছেন হায়দরাবাদের অভিষেক শর্মা। এক মৌসুমে কোনো ভারতীয় ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ ছক্কারও রেকর্ড এটি। সব মিলিয়ে অভিষেক আছেন তালিকার ছয়ে। শীর্ষে পাঁচে তিনবারই আছে ক্রিস গেইলের নাম, একবার করে আছেন জস বাটলার ও আন্দ্রে রাসেল।

২১৭৪

২০২৩ সালের আইপিএলে ছিল ২১৭৪টি চার। ২০২৪ সালের আইপিএলও দেখেছে ২১৭৪টি চারই। এক মৌসুমে এখন এটিই যৌথভাবে সর্বোচ্চ চারের রেকর্ড।

১৪

সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ডও গড়ল ২০২৪ সালের আইপিএল। এবার তিন অঙ্কের ইনিংস দেখা গেছে ১৪টি। ২০২৩ সালে সংখ্যাটি ছিল ১২। আর কোনো মৌসুমে দুই অঙ্কের সেঞ্চুরির সংখ্যা নেই।

১৫০.৫৮

এবারের আইপিএলে ব্যাটসম্যানের সমন্বিত স্ট্রাইক রেট, যেটিও এক মৌসুমে সর্বোচ্চ। গত মৌসুমে এটি ছিল ১৪১.৭১।

৪

২৮৭/৩।

২৭৭/৩।

২৭২/৭।

২৬৬/৭।

আইপিএলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ চারটি স্কোরই এসেছে ২০২৪ সালে। এর মধ্যে ৭ উইকেটে ২৭২ রানের স্কোরটি শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন কলকাতার। বাকি তিনটিই ফাইনালে কলকাতার কাছে হারা হায়দরাবাদের।

৪১

সব মিলিয়ে এ মৌসুমে ৪১টি ২০০ রানের স্কোর দেখেছে আইপিএল। এক মৌসুমে যা সবচেয়ে বেশি। ২০২৪ সাল ছাড়িয়ে গেল ২০২৩ সালকে, গতবার এমন স্কোর ছিল ২৩টি। ২০২৩ সালের আগে আইপিএলের এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি ২০০ রানের স্কোর ছিল ২০২২ সালে;১৮টি।

২৭

শতরানের জুটিতেও নতুন রেকর্ড গড়েছে ২০২৪ সালের আইপিএল। এবার এমন জুটি ছিল ২৭টি। আগের সর্বোচ্চ ২৪টি শতরানের জুটি এসেছিল গতবার। এবার অবশ্য ২৫টি ভিন্ন জুটি মিলে এমন রেকর্ড গড়েছে, গত মৌসুমে জুটির সংখ্যা ছিল ১৭।

৯

সব মিলিয়ে মাত্র ৯টি মেডেন করতে পেরেছেন বোলাররা। এক মৌসুমে যেটি সর্বনিম্ন। এর আগে ২০০৯-১০ ও ২০১৭ সালে এক মৌসুমে যৌথভাবে সর্বনিম্ন ১৩টি করে মেডেন ওভার ছিল।

৮৮৩

আইপিএলে এবার সব মিলিয়ে পড়েছে ৮৮৩টি উইকেট। গত তিন মৌসুমের মধ্যে যা সর্বনিম্ন। সবচেয়ে কম ৬৬৫টি উইকেট পড়েছিল ২০১৬ সালে।

৩

এবার কলকাতা হেরেছে মাত্র তিনটি ম্যাচ;চেন্নাই, রাজস্থান ও পাঞ্জাবের বিপক্ষে। এক মৌসুমে সবচেয়ে কম ম্যাচ হারে ২০০৮ সালের রাজস্থানের রেকর্ডে ভাগ বসাল তারা।

কলকাতার এটি তৃতীয় শিরোপাও। মুম্বাই ও চেন্নাইয়ের পর এখন সবচেয়ে সফল দল তারাই। মুম্বাই ও চেন্নাই দুই দলই জিতেছে ৫টি করে শিরোপা।

০

কোনো টাই ম্যাচ দেখা যায়নি এবার। এ নিয়ে টানা তিন মৌসুম আইপিএলে কোনো টাই ম্যাচ দেখা গেল না। ২০০৮ সালে শুরু লিগটির ইতিহাসে এর আগে এমনটা ঘটেনি।

৬২৭

১৩টি ক্যাচের জন্য ২০২৪ সাল গড়তে পারেনি নতুন রেকর্ড। ২০২২ সালে এক মৌসুমে ছিল ৬৪০টি ক্যাচ, এবার ৬২৭টি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**